জানুয়ারি ২০২১ ■ বর্ষ ০৬ ■ সংখ্যা ০১

বন্দর বার্তা

মেরিটাইম বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

৫ম বর্ষপূর্তি

নৌপরিবহন ২০২০
সংকট কাটিয়ে সম্ভাবনার দিকে

চট্টগ্রাম বন্দরকে বিশ্বের সেরা ৩০ বন্দরে আনার বপ্ল

নতুন কোভিড বিধিনিষেধ থেকে নাবিকদের অব্যাহতির সুপারিশ ইইউর

বন্দরবার্তার পঞ্চম বছর

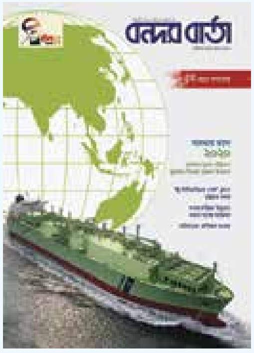

জানুয়ারি ২০২০

- চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তায় সন্তুষ্ট ইউএস কোস্ট গার্ড
- 'থ্রি মিলিয়নেয়ার পোর্ট' ক্লাবে চট্টগ্রাম বন্দর
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর
- নারায়ণগঞ্জে নির্মিত হবে অভ্যন্তরীণ কনটেইনার-বাল্ক টার্মিনাল

সালফার ক্যাপ ২০২০: পরিবেশ সুরক্ষায় মেরিটাইম বিশ্বের সম্মিলিত উদ্যোগ

বিরাট এক রূপান্তরের মুখে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন শিল্প। পুরো মেরিটাইম বিশ্ব একজোট হয়েছে পরিবেশ সুরক্ষায়। ২০১৬ সালে দেওয়া আইএমও'র ঘোষণা অনুযায়ী ২০২০ সালের প্রথম দিন থেকে নতুন ধরনের জ্বালানি এলএসএফও ব্যবহার শুরু করেছে শিপিং বিশ্ব। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কমিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবিলায় শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ বা তার কম মাত্রায় সালফারযুক্ত জ্বালানি ব্যবহার এখন বাধ্যতামূলক। এই নীতিমালাকেই বলা হচ্ছে সালফার ক্যাপ বা আইএমও ২০২০।

ফেব্রুয়ারি ২০২০

- তিনটি সূচকে প্রবৃদ্ধি হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের
- মাদার ভেসেল পাচ্ছে মোংলা বন্দর
- চট্টগ্রাম বন্দরের জলসীমা জলদস্যুমুক্ত
- মুজিববর্ষে অপারেশনে যাবে পিসিটি

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: বাস্তবায়ন ও চ্যালেঞ্জ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) প্রকল্প বাস্তবায়ন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য মোটেও সহজ কোনো বিষয় ছিল না। নির্দিষ্ট সময়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষকে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে। সক্ষমতার চূড়ান্ত পর্যায়ে আমদানি-রপ্তানি সামাল দেওয়ার পাশাপাশি এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে প্রকল্প বাস্তবায়নেও যে বন্দর কর্তৃপক্ষ সুদক্ষ হয়ে উঠছে তার বড় উদাহরণ পিসিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন। প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন হলে বন্দরের কনটেইনার হ্যান্ডলিং ও কনটেইনার ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, জেটিগুলোতে জাহাজের গড় অবস্থানকাল হ্রাস পাবে এবং বহির্নোঙরে অবস্থানরত জাহাজের অপেক্ষমাণ সময় কমানো সম্ভব হবে।

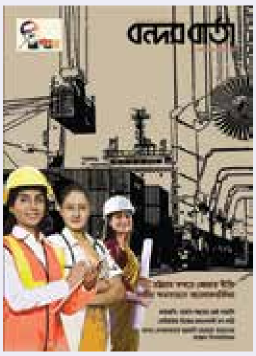

মার্চ ২০২০

- বিনিয়োগে জাপানের প্রথম পছন্দ বাংলাদেশ
- চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার জাহাজের অপেক্ষমাণ সময় শূন্য দিনে নেমেছে
- আন্তর্জাতিক নৌপথে চলাচলে ছয়টি বড় জাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা
- করোনাভাইরাস আতঙ্ক কাটিয়ে চীন থেকে পণ্য আসা শুরু

চট্টগ্রাম বন্দরে জেন্ডার নীতি: নারীর ক্ষমতায়নে আলোকবর্তিকা

বন্দরের মতো নারীদের পিছিয়ে পড়া খাতগুলোতে সমান সুযোগই যথেষ্ট নয়, কখনো কখনো প্রয়োজন হয়ে পড়ে অগ্রাধিকারও। সে লক্ষ্যেই নিজস্ব বিধিমালা, জাতীয় নারীনীতি এবং আইএমওর সিদ্ধান্তের আলোকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রণয়ন করতে যাচ্ছে বন্দরের নারীনীতি (২০২০-২০২৩)। কর্মক্ষেত্রে অধিকার প্রাপ্যতা, দায়িত্ব পালন এবং সুযোগ প্রাপ্তিতে নারী বা পুরুষ হিসেবে কাউকে আলাদাভাবে সুবিধা প্রদান বা বঞ্চিত করা হবে না, সেটি নিশ্চিত করাই এ নীতির লক্ষ্য। স্বভাবতই মুজিববর্ষে চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল মাইলফলক হতে চলেছে চট্টগ্রাম বন্দরের এই জেন্ডার নীতি।

এপ্রিল ২০২০

- নৌপরিবহনে সর্বোচ্চ পতনের আশঙ্কা
- চলতি বছরেই ভারতের সাথে অভিন্ন নদীর পানিবণ্টন চুক্তি
- লকডাউনের ছুটিতেও স্বাভাবিক চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম
- ইউরোপে জিএসপি প্লাস সুবিধা পেতে পারে বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল: উন্নয়নের মহাসড়কে যাত্রা

কর্ণফুলীর পূর্ব পাশের শিল্পাঞ্চল এবং পশ্চিম পাশে সমুদ্র বন্দর, বিমান বন্দর ও মূল নগরীর মধ্য সংযোগ স্থাপনকারী উপযুক্ত হিন্টারল্যান্ড এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি। সেই হিন্টারল্যান্ডের অংশ হিসেবেই নির্মিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল। ক্লাইমেট, টোপোগ্রাফি, জিওলজি, হাইড্রোলজি ও আঞ্চলিক ভূতাত্ত্বিক প্রভাব বিবেচনায় কর্ণফুলী যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে (রিভার মাউথ), সেই স্থানকেই উপযুক্ত মনে করে বেছে নেওয়া হয়েছে এই টানেল নির্মাণের জন্য। টানেল বোরিং মেশিনের মতো সর্বাধুনিক ও উচ্চ প্রযুক্তির প্রয়োগের কারণে এটি বাংলাদেশের জন্য হতে যাচ্ছে প্রযুক্তিগত এক বিস্ময়।

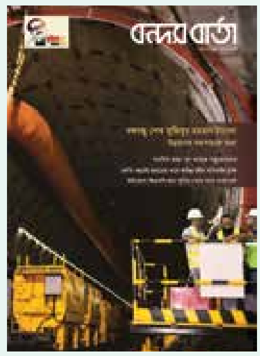

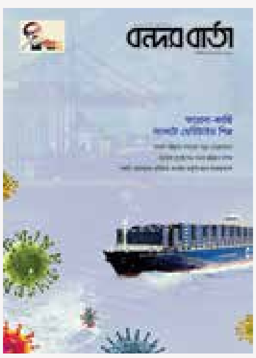

মে ২০২০

- করোনা দুর্যোগেও টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানি
- জাতীয় স্বার্থে সচল থাকবে বন্দর
- এশিয়ায় সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হবে বাংলাদেশে
- করোনা প্রতিরোধে ১০ কোটি ডলার দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক

করোনা-ক্রান্তি: সংকটে মেরিটাইম শিল্প

প্রায় শতবর্ষ পর আরো একটি মহামন্দার মুখে বিশ্ব অর্থনীতি। বিশ্বজুড়ে যেন শক্তিশালী এক ঝড় বইছে। এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা, একসাথে স্থবির হয়ে পড়েছে পুরো বিশ্ব। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এরকম আর দেখা যায়নি। চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া নোভেল করোনাভাইরাসের কারণে সব দেশ, সব শহরই প্রায় অবরুদ্ধ। অবরুদ্ধ বিশ্বে চলছে বাণিজ্য স্থবিরতার কাল। বৈশ্বিক বাণিজ্যে নিশ্চলতার বড় শিকার হবে মেরিটাইম শিল্প। তবে মেরিটাইম শিল্পের ওপর এর অভিঘাতের প্রকৃত গভীরতা নির্ভর করবে গ্রেট লকডাউন কতখানি প্রলম্বিত হয় তার ওপর।

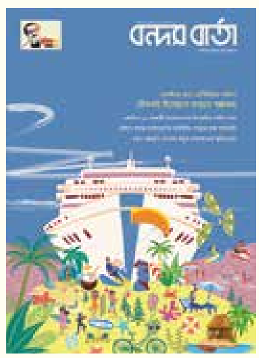

জুন ২০২০

- সালফার ক্যাপ ২০২০ ভুলে নজর এখন কোভিড-১৯ এ
- করোনায় অর্থনীতি সচল রাখতে নিবেদিত চট্টগ্রাম বন্দর কর্মীরা
- দেশে জ্বালানি তেলের মজুদ ধারণক্ষমতা ছাড়িয়ে গেছে
- বাংলাদেশের তৈরি পোশাকে শুল্কারোপ চান ভারতের ব্যবসায়ীরা

কোস্টাল এবং মেরিটাইম পর্যটন: টেকসই উদ্যোগে বাড়বে সম্ভাবনা

সৈকত ঘিরে মানুষের যে বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড, সেটাই কোস্টাল বা উপকূলীয় পর্যটন। সমুদ্রকেন্দ্রিক শিল্পে মোট যে মূল্য সংযোজন, ২০৩০ সাল নাগাদ তাতে কোস্টাল এবং মেরিটাইম পর্যটনের হিস্যা দাঁড়াবে ২৬ শতাংশ। এর মধ্য দিয়ে পর্যটনের বিশেষ এই শাখাটিই হয়ে উঠবে ব্লু ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতির অন্যতম বৃহত্তম খাত। শুধু তা-ই নয়, ২০৩০ সাল নাগাদ কোস্টাল ও মেরিটাইম ট্যুরিজম নতুন করে ১৫ লাখ মানুষকে কাজের সুযোগ করে দেবে। অর্থাৎ শিল্পটিতে কর্মসংস্থান ২০১০ সালের ৭০ লাখ থেকে বেড়ে ২০৩০ সালে ৮৫ লাখে পৌঁছে যাবে।

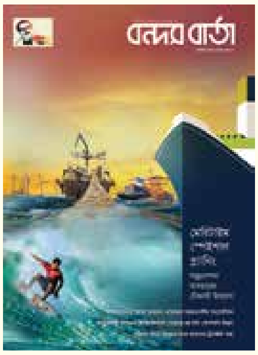

আগস্ট ২০২০

- চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে ভারতের ট্রানজিট শুরু
- মাতারবাড়ী বন্দরের কাজে নিয়োগ পেয়েছে জাপানি কোম্পানি নিপ্পন
- যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়াই টিপিপিতে যোগের চিন্তা চীনের
- সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষায় একজোট আইএমও, জাতিসংঘ

মেরিটাইম স্পেইশাল প্ল্যানিং: সমুদ্রসম্পদ ব্যবহারের টেকসই উদ্যোগ

উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশ হয়ে ওঠার মহাসড়কে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। টেকসই পরিকল্পনা এবং সে অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ সীমানাবর্তী বিশাল বঙ্গোপসাগরের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর এখনই উপযুক্ত সময়। আর সমুদ্রে যেকোনো রকম অনুসন্ধান বা সম্পদ আহরণের আগে প্রথম করণীয় হওয়া উচিত যথাযথ মেরিটাইম স্পেইশাল প্ল্যানিং বা সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনা। বাস্তুতন্ত্রের ওপর নির্ভর করে অঞ্চলভিত্তিক সুষম, সমন্বিত, পরিবর্তনযোগ্য এবং অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা করা হয় এমএসপিতে। এর মাধ্যমেই সম্ভব পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার উন্নয়ন চাহিদায় ভারসাম্য আনা।

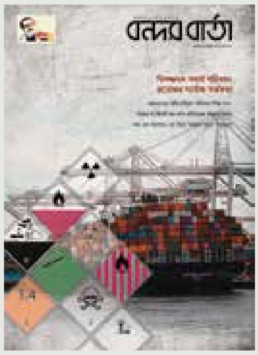

সেপ্টেম্বর ২০২০

- লয়েড'স লিস্টে চট্টগ্রাম বন্দরের ছয় ধাপ উত্তরণ
- পণ্য রপ্তানিতে নতুন রেকর্ড চট্টগ্রাম বন্দরের
- আরো ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের স্থান চূড়ান্ত
- পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ

বিপজ্জনক পদার্থ পরিবহন: প্রয়োজন সর্বোচ্চ সতর্কতা

রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে অস্থিতিশীল হওয়ায় অনেক পণ্য পরিবহনের সময় রীতিমতো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। ভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পণ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্যাকেটজাত করতে হয়। আবার সমুদ্রের রোলিং-পিচিং-লিকুইফ্যাকশন প্রসেস বিবেচনায় রেখেও পণ্য পরিবহন করতে হয়। নিরাপদ পরিবহনের সুবিধার্থে ঝুঁকি অনুযায়ী বিপজ্জনক পণ্যকে নয় ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে আইএমও, যার বেশির ভাগ বিভাগের আবার উপবিভাগ রয়েছে। এই ক্যাটাগরাইজেশন প্রক্রিয়া ইউনাইটেড নেশনস কমিটি অব এক্সপার্টস অন দ্য ট্রান্সপোর্ট অব ডেঞ্জারাস গুডস (ইউএন) অর্থাৎ জাতিসংঘের বিপজ্জনক পদার্থ পরিবহন-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটির অনুমোদনকৃত।

জুলাই ২০২০

- এক দশক পর আন্তর্জাতিক রুটে বাংলাদেশের পতাকাবাহী কনটেইনার জাহাজ
- বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির শর্ত চূড়ান্ত
- করোনাকালে মেরিটাইম শিল্পে সাইবার হামলার প্রকোপ
- মহামারিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে বন্দরগুলোতে

মেরিটাইম শিক্ষার উৎকর্ষে 'বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি'

কর্ণফুলী নদীর তীরে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় পাহাড়-উপত্যকায় সবুজ বনানীতে ঘেরা ১০০ একর বিস্তৃত এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে মানসম্পন্ন মেরিন প্রশিক্ষণের সকল সুবিধা রয়েছে। চার দশকের সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে বিশ্বমানের নৌ-জনশক্তি তৈরি করে চলেছে গৌরবময় অতীত সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি। এখন পর্যন্ত দেশের একমাত্র সরকারি এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে মেরিনার প্রশিক্ষণের সর্বজনসম্মত আন্তর্জাতিক বিধিমালা 'এসটিসিডব্লিউ ৭৮' কোড অনুযায়ী শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের সকল শর্ত পূরণ করার ফলে ২০০০ সালে বাংলাদেশ আইএমও'র হোয়াইট লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

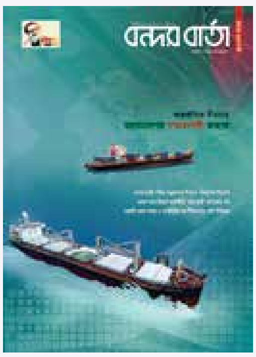

অক্টোবর ২০২০

- মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণে পরামর্শক নিয়োগ
- শতভাগ সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আসছে চট্টগ্রাম বন্দর
- পরিবেশবান্ধব জ্বালানি সরবরাহের সক্ষমতা অর্জন করল বিপিসি
- নাবিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে সতর্কতা আইএমও মহাসচিবের

আন্তর্জাতিক সীমানায় বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ

১৯৭২ সালে বিএসসি প্রতিষ্ঠার পাঁচ মাস পর দেশে আসে সমুদ্রগামী প্রথম জাহাজ। একসময় বেসরকারি বিনিয়োগকারীরাও আগ্রহী হয়ে ওঠে সমুদ্রগামী জাহাজ পরিচালনায়। নব্বইয়ের দশক থেকে স্থবির হয়ে পড়া খাতটি সম্প্রতি আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সরকারি-বেসরকারি মিলে ৬৩টি সমুদ্রগামী জাহাজ এখন পণ্য পরিবহন করছে আন্তর্জাতিক রুটে। সমুদ্রগামী জাহাজ শিল্পের এই উল্লম্ফনের পিছনে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (সুরক্ষা) আইন ২০১৯। স্বাধীনতার পাঁচ দশকে এসে এখন বলাই যায়, মেরিটাইম জাতি হিসেবে পুনরুত্থান ঘটছে বাংলাদেশের।

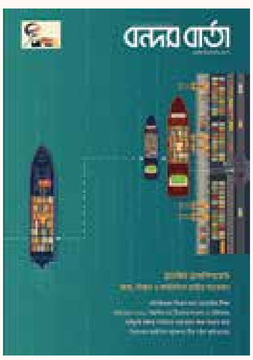

নভেম্বর ২০২০

- বহির্নোঙরে অপেক্ষা ছাড়াই জাহাজ ভিড়ছে চট্টগ্রাম বন্দরে
- চীনে পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতা বাড়ল
- নতুন জাহাজের বৈশ্বিক চাহিদা এখন তলানিতে
- সিফেরার ক্রাইসিস অ্যাকশন টিম গঠন আইএমওর

ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট: আস্থা, বিশ্বাস ও অর্থনৈতিক প্রাপ্তির আয়োজন

বিশ্ব বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ ট্রানজিট এবং ট্রান্সশিপমেন্ট। বৈশ্বিক বাণিজ্যের প্রায় পুরোটাই নৌপরিবহননির্ভর হলেও সকল দেশে বন্দর সুবিধা যথাযথ নয়-কোনো দেশ হয়তো স্থলবেষ্টিত, আবার কোনো দেশে গভীর সমুদ্রবন্দর না থাকায় বড় জাহাজ ভিড়তে পারে না, অন্যদিকে কখনো আবার অবস্থানগত কারণে কিংবা সময় এবং খরচ সাশ্রয়ের জন্যও নিজ দেশের বন্দর ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হয়। এসব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে ট্রান্সশিপমেন্ট বা ট্রানজিট আবশ্যিক হয়ে পড়ে। গভীর সমুদ্রবন্দর না থাকায় বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানিও ট্রান্সশিপমেন্টনির্ভর।

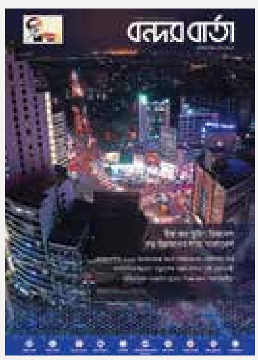

ডিসেম্বর ২০২০

- অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্রসম্পদ অর্জন করতে চাই: প্রধানমন্ত্রী
- জাহাজ ভাঙা শিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ
- অর্থনীতিতে গেইম চেঞ্জার হবে মাতারবাড়ী বন্দর
- নাবিক বদল সংকটের সুযোগ নিচ্ছে মানব পাচারকারীরা

ইজ অব ডুয়িং বিজনেস বড় উল্লম্ফনের পথে বাংলাদেশ

সম্প্রতি বেশকিছু ব্যবসায়িক সংস্কার সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ। কোম্পানি নিবন্ধন ফি ও সময় কমিয়ে ব্যবসা শুরুর প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। এছাড়া ডিজিটাইজেশন ও মানবসম্পদে বিনিয়োগের মাধ্যমে ঢাকায় বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্তি সহজ করা হয়েছে। একইভাবে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের বিপরীতে জামানতের পরিমাণও কমিয়ে আনা হয়েছে। সেই সাথে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর ব্যাপ্তি বাড়ানোর ফলে ঋণ-সম্পর্কিত তথ্য আগের চেয়ে সহজে পাওয়া যাচ্ছে। এসব সংস্কারের প্রতিফলন দেখা গেছে ইজ অব ডুয়িং বিজনেস রিপোর্ট ২০২০-এ, বাংলাদেশ স্থান করে নিয়েছে ১৬৮তম অবস্থানে।

জানুয়ারি ২০২১
বর্ষ ০৬, সংখ্যা ০১

বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মেরিটাইম
বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

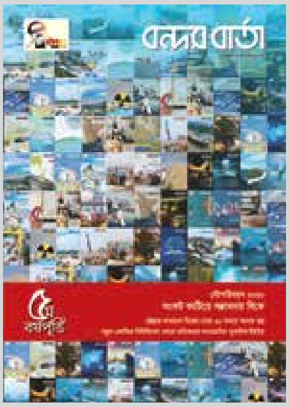

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম
আজাদ, (জি), এনজিপি, এনডিসি,
পিএসসি, বিএন

সম্পাদক
জাফর আলম

সম্পাদনা পর্ষদ
রম্য রহিম চৌধুরী
মো. মমিনুর রশিদ
মো. ওমর ফারুক
মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
বিপ্লব সরকার

নিয়মিত প্রদায়ক
এনামুল করিম
কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ
আফরোজা বিথী

প্রতিবেদক
ওমর ফারুক ইমন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মনির খান শিমুল

জনসংযোগ
মোহাম্মদ আজিজুল মওলা
মো. শফিউল আজম খান

আলোকচিত্রী
এস এম শামসুল হুদা

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
আবিদা হাফছা
মাহমুদ হোসেন প্রিন্স

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
হাবিবুর রহমান সুমন, আলেয়া ফেরদৌসী

প্রকাশক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষে
কনটেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন,
ডিজাইন, প্রকাশনা:

ENLIGHTEN | VIBES

বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০২-৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দরভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০৩১-২৫১০৮৬৯
ইমেইল: bandarbarta@gmail.com

সম্পাদকীয়

দেশের মেরিটাইম খাতকে এগিয়ে নিতে চট্টগ্রাম বন্দরের এই প্রকাশনার উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রশংসনীয়

প্রিয় পাঠক, নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে বন্দরবার্তা অতিক্রম করল সাফল্যমণ্ডিত পাঁচ বছর। গত পাঁচ বছরে বাংলা ভাষায় মেরিটাইম চর্চায় একক ও অনন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ রয়েছে বন্দরবার্তা। পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত বন্দরবার্তার প্রকাশ এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রমই বটে। মেরিটাইম সেক্টর ও বন্দরের অংশীজনদের সার্বিক কর্মকাণ্ড, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সব উদ্ভাবনী কৌশল-পরিকল্পনা ও উত্তম চর্চাগুলো বস্তুনিষ্ঠতার সাথে তুলে আনছে বন্দরবার্তা। দেশের মেরিটাইম খাতকে এগিয়ে নিতে চট্টগ্রাম বন্দরের এই প্রকাশনার উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে গর্বের। এই শুভক্ষণে বন্দরবার্তা পরিবারের সকলকে জানাই অভিনন্দন।

নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে আরো একটি নতুন বছরে পা দিল বিশ্ব। ২০২০ সালটি বিশ্বের জন্য মোটেও সুখকর ছিল না। করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করতে দেশে দেশে প্রায় একযোগে লকডাউন ঘোষণা করা হয়। গ্রেট লকডাউন নামেই অভিহিত হয় এই অভূতপূর্ব ঘটনা। এর ফলে স্থবির হয়ে পড়ে মানুষের কর্ম-চাঞ্চল্য, বিশ্ব-বাণিজ্য–পাল্টে গিয়েছে বিশ্ব অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি। লকডাউন ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশেও। তবে ব্যতিক্রম ছিল সমুদ্রবন্দরসমূহ বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দর। ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম আর প্রয়োজনীয় পণ্যে সরবরাহ অব্যাহত রাখতে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও জীবনের ঝুঁকি নিয়েও বন্দর সচল রেখেছেন এর নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা। একই সাথে থেমে থাকেনি বন্দরবার্তাও। এই কঠিন সময়েও আমাদের চেষ্টা ছিল বন্দর ব্যবহারকারী থেকে শুরু করে মেরিটাইম-সংশ্লিষ্ট সবাইকে হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে অবগত করা। আগামীতেও বন্দরবার্তা এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে-ষষ্ঠ বছরে পদার্পণের শুভক্ষণে এটাই আমাদের ব্রত।

ঠিক এই সময়ে বিরাট এক রূপান্তরের মুখে দাঁড়িয়ে বৈশ্বিক নৌপরিবহন শিল্প। বছরজুড়েই করোনাভাইরাস নিয়ে অনিশ্চয়তা আর আতঙ্ক ছিল নৌপরিবহন শিল্পে। যদিও নৌপরিবহন শিল্পে নানা পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে শুরু হয়েছিল ২০২০ সাল। বেশকিছু বিধি এবং নীতিমালাতেও পরিবর্তন আসে বছরটিতে। আইএমও ঘোষিত বহু আকাঙ্ক্ষিত সালফার ক্যাপ ২০২০ কার্যকরী হয় বছরের প্রথম দিন থেকেই। একই সাথে সোলাস, মারপোল অ্যানেক্স এবং কিছু কোডের ক্ষেত্রেও বেশকিছু সংশোধনী কার্যকর হয়েছে। সন্দেহ নেই এসব সংশোধনী মেরিটাইম খাতকে আরো পরিবেশবান্ধব ও কল্যাণমুখী করবে এবং বৈশ্বিক নৌবাণিজ্যের ঝুঁকিগুলো কমিয়ে এনে এই শিল্প খাতকে আরো নিরাপদ করে তুলবে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে বিশ্ব ২০২০-কে মনে রাখবে করোনাভাইরাসের কারণে। আঙ্কটাড প্রকাশিত 'রিভিউ অব মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট ২০২০' অনুযায়ী, ২০১৯ সালের দুর্বল অর্থনীতির পিঠে ২০২০ সালে শক্তিশালী বাণিজ্যের আশা করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু করোনায় বদলে গেছে সব পূর্বাভাস-২০০৮-০৯ এর পর সর্বনিম্ন অংকে নেমেছে মেরিটাইম প্রবৃদ্ধি। তবে শুধু কোভিড-১৯ নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূরাজনীতি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধিগ্রহণ-একীভূতকরণের মতো আরো বেশকিছু কারণেও ২০২০ সালে বদলে গেছে বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি। তারপরও থেমে থাকেনি, হতাশা পেছনে ফেলে আরো টেকসই শিল্প খাতে পরিণত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সেই প্রচেষ্টার ফলেই বছরের শেষ প্রান্তে এসে করোনাভাইরাসের ধাক্কা সামলে ওঠার লক্ষণ দেখা গেছে মেরিটাইম-সংশ্লিষ্ট খাতগুলোতে।

এই প্রতিকূল সময়েও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে দীর্ঘমেয়াদের বেশকিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্রতী রয়েছে সরকার। করোনায় সাময়িকভাবে ব্যাহত হলেও, বন্দর ও এর হিন্টারল্যান্ড কেন্দ্রিক অবকাঠামো এবং পতেঙ্গা টার্মিনাল ও মাতারবাড়ী বন্দর নির্মাণ প্রক্রিয়া এগিয়ে গেছে দ্রুতগতিতে। ক্রমোন্নয়নের ধারায় লয়েড'স লিস্টের সেরা কনটেইনার বন্দরের তালিকায় এ বছর ৫৮তম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর।

প্রিয় পাঠক, আমাদের মেরিটাইম চর্চা সমৃদ্ধ হোক আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে। নতুন বছরে বন্দরবার্তার পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা পাঁচ বছরের পথপরিক্রমায় সাথে থাকার জন্য।

জাফর আলম
সম্পাদক

বন্দরবার্তা

এ সংখ্যায় থাকছে

প্রধান রচনা

নৌপরিবহন ২০২০
সংকট কাটিয়ে সম্ভাবনার দিকে

০৬

সাল ২০২০। জীবন, জীবিকা নিয়ে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কের বছর হিসেবে ইতিহাস মনে রাখবে এ বছরকে। যদিও করোনাভাইরাসের টিকা আবিষ্কার এবং ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই এখনো থামেনি। পালটে গেছে শিল্প-বাণিজ্যের চেহারাও। হতাশার বিপরীতে বায়ুমণ্ডলে বিষাক্ত উপাদান কমে যাওয়া, নাবিক অধিকারে বৈশ্বিক ঐক্য, নবায়নযোগ্য শক্তিতে রেকর্ড, ডিজিটাইজেশনসহ ইতিবাচক নানা ঘটনায় শিপিং-বিশ্ব নিয়ে নতুন করে ভাবনার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

সম্পাদকীয় ▪ ০৪

মুখর বন্দর ▪ ১৯

- চট্টগ্রাম বন্দরকে বিশ্বের সেরা ৩০ বন্দরে আনার স্বপ্ন
- আরো ২৬টি জাহাজ কিনবে বিএসসি
- ভুটানের সঙ্গে পিটিএ সই
- ভাইরাসের কারণে পিছিয়েছে বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ড সংস্কার উদ্যোগ
- চট্টগ্রাম বন্দর সম্প্রসারণে সহযোগিতায় আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র
- এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণে ৩ জাপানি কোম্পানির বিনিয়োগ প্রস্তাব
- ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ করছে মোংলা বন্দর
- চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রেল সংযোগ চালু
- একই ছাদের নিচে বিডার আরো ছয় সেবা
- ইলিশ যাবে ইউরোপ-আমেরিকা
- লাঙলের বদলে মিলল প্রসাধনী
- ৪৯ টন বিপজ্জনক কেমিক্যাল ধ্বংস

খতিয়ান ▪ ২৩

বন্দরের আয়-ব্যয়, কনটেইনার ওঠানামার তুলনামূলক মাসিক পরিসংখ্যান

বন্দর বিচিত্রা ▪ ১৭

বন্দর পরিচিতি: *তাইচাং বন্দর*
গ্রন্থ পরিচিতি: *দ্য জিওগ্রাফি অব ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমস*
মেরিটাইম ফ্যাক্ট: *চিপ লগ*
মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব: *মা হুয়ান*
মেরিটাইম ইভেন্টস: *মেরিটাইম-বিষয়ক নানা আয়োজনের সূচি*

আন্তর্জাতিক সংবাদ ▪ ১৩

- দীর্ঘ ও কষ্টকর পুনরুদ্ধারে ক্রুড অয়েল ট্যাংকার বাজার: ড্রিউরি
- নতুন কোভিড বিধিনিষেধ থেকে নাবিকদের অব্যাহতির সুপারিশ ইইউ'র
- কনটেইনার স্বল্পতায় ভূমিকা রাখছে ব্ল্যাংকড সেইলিং
- অস্ট্রেলীয় অফশোরে কার্বন ধারণের প্রকল্প
- জৈবজ্বালানি কোনো সমাধান নয়: ইউরোপীয় থিংক ট্যাংক
- বছর শেষে চীনের রপ্তানিতে ঊর্ধ্বগতি
- এসএমএসে অন্তর্ভুক্ত হলো সাইবার নিরাপত্তা
- পরিত্যক্ত পণ্যের বিষয়ে এফআইএটিএ'র গাইডলাইন
- জাহাজে স্ক্রাবার স্থাপন উচ্চ সালফার জ্বালানির চাহিদা বাড়াচ্ছে
- আইবিসি কোড ও মারপল অ্যানেক্সে সংশোধনী
- আর্কটিকে দীর্ঘায়িত শিপিং মৌসুম
- অফশোর বায়ুবিদ্যুতে উচ্চাভিলাসী লক্ষ্য জাপানের
- হাইড্রোজেনকে বাণিজ্যিকভাবে গ্রহণযোগ্য করতে উদ্যোগ
- বাণিজ্যিক ভেসেলগুলোর জন্য লোহিত সাগর ঝুঁকিপূর্ণ
- বিরল ফ্লোটিং সায়েন্স স্টেশন চালু করছে রাশিয়া
- উপগ্রহের মাধ্যমে ফিশিং খাতে শনাক্ত হবে জোরপূর্বক শ্রম
- বন্দর আধুনিকায়নের উদ্যোগ দক্ষিণ কোরিয়ার
- অফশোরে ঝুঁকছে যুক্তরাজ্যের গ্রিড অপারেটর

১০

শুভেচ্ছা বারতা

বন্দরবার্তার পাঁচ বছর: অংশীজনদের শুভকামনা

বাংলাদেশের মেরিটাইম শিল্প একটি বড় পরিবর্তনের সামনে দাঁড়িয়ে—গভীর সমুদ্রবন্দর থেকে সমুদ্র অর্থনীতির সুবিশাল কর্মযজ্ঞ, উচ্চ আয়ের দেশ হওয়ার পথে এখান থেকেই পেতে হবে সবচেয়ে বড় সহযোগিতা। ফলে সাধারণজনের মাঝে বন্দরসহ মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট খাতগুলো নিয়ে বাড়ছে কৌতূহল। সেই কৌতূহল পূরণের ব্রত নিয়ে পাঁচ বছর আগে শুরু হয়েছিল বন্দরবার্তা প্রকাশনা। এই সংখ্যাটি দিয়ে বন্দরবার্তা পা রাখল ষষ্ঠ বর্ষে। শুভক্ষণে বন্দরবার্তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মেরিটাইম খাতের সম্মানিত অংশীজনরা।

১৯

মুখর বন্দর

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার হবে চট্টগ্রাম

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী বলেছেন, ''বাংলাদেশ বৃহত্তর অর্থনীতির দেশ হিসেবে উদিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চট্টগ্রাম হবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসহ আঞ্চলিক প্রবেশদ্বার।'' তিনি বলেন, ''চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসহ এমনকি ভুটান, নেপালও উপকৃত হতে পারে। লজিস্টিকস, বন্দর, অবকাঠামো, যোগাযোগ ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কাজ করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এছাড়া ব্যবসায়ী ও নির্বাহীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি খাতে মূল্য সংযোজনেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

২১

আর ১৯ মাস পরেই গাড়ি চলবে পদ্মা সেতুতে

পদ্মা সেতুর মূল কাঠামো তৈরির কাজ শেষ। ২০২২ সালের জুন মাসের মধ্যে খুলে দেওয়া হবে সবার জন্য। এটি বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দর ও বেনাপোল স্থলবন্দরের সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রামের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হবে। তাতে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হবে বলে আশা করছে সরকার।

প্রধান রচনা

নৌপরিবহন ২০২০
সংকট কাটিয়ে সম্ভাবনার দিকে

সাল ২০২০। জীবন, জীবিকা নিয়ে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কের বছর হিসেবে ইতিহাস মনে রাখবে এ বছরকে। সার্স কোভ-২ নামক পোশাকি নামধারী ৬০ থেকে ১৪০ ন্যানোমিটার ব্যাসের অতি এক ক্ষুদ্র ভাইরাস একাই ওলটপালট করে দিয়েছে চেনা দুনিয়া। যদিও করোনাভাইরাসের টিকা আবিষ্কার এবং ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই এখনো থামেনি। মৃত্যুর মিছিলের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানুষ এমন সব বাস্তবতা দেখেছে, যা পালটে দিয়েছে শিল্প-বাণিজ্যের চেহারা। ওদিকে বায়ুমণ্ডলে বিষাক্ত উপাদান কমে যাওয়া, নাবিক অধিকারে বৈশ্বিক ঐক্য, নবায়নযোগ্য শক্তিতে রেকর্ড, ডিজিটাইজেশনসহ ইতিবাচক নানা ঘটনায় শিপিং বিশ্বকে নিয়ে নতুন করে ভাবনার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বন্দরবার্তা ডেস্ক

নতুন মেরুকরণ হয়েছে অর্থনীতিতে

আঙ্কটাড প্রকাশিত 'রিভিউ অব মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট ২০২০' অনুযায়ী, ২০১৯ সালের দুর্বল অর্থনীতির পিঠে ২০২০ সালে শক্তিশালী বাণিজ্যের আশা করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। তবে সব পূর্বাভাস মিথ্যে করে ২০০৮-২০০৯ এর পর সর্বনিম্ন অংকে নেমেছে মেরিটাইম প্রবৃদ্ধি। শুধু কোভিড-১৯ নয়, আরো বেশকিছু কারণে বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি পালটে দিয়েছে ২০২০। ব্রাজিলের বাঁধে ভূমিধস এবং অস্ট্রেলিয়ার সাইক্লোন ভেরোনিকার কারণে ২০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো আকরিক লোহার মূল্য হ্রাস পেয়েছে, যা আগের বছরের চেয়ে অন্তত ১.৫ শতাংশ কম। যুক্তরাষ্ট্রকে হটিয়ে সমুদ্রপথে বিশ্বের বৃহত্তম শস্য রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ব্রাজিল। বন্দরকেন্দ্রিক উন্নয়ন ও শিপারদের সুবিধা দিতে হিন্টারল্যান্ড কানেক্টিভিটি উন্নয়নে জোর দিতে শুরু করেছে বন্দরগুলো। কার্গো ভলিউমের দিক থেকে জাহাজের মালিকানার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে চীন, গ্রিস ও জাপান। টনেজ হিসাব করলে মোট বৈশ্বিক ফ্লিটের ৪০.৩ শতাংশ এই তিন দেশের দখলে রয়েছে। পতাকা বহনের দিক থেকে শীর্ষে আছে লাইবেরিয়া, মার্শাল আইল্যান্ড ও পানামা। ধারণক্ষমতার দিক থেকে ৪২ শতাংশ এবং ফ্লিটের মূল্যের দিক থেকে ৩৩.৬ শতাংশ আছে এই দেশগুলোর কাছে।

করোনার মধ্যেই প্রথমবারের মতো পানিতে ভেসেছে এখন পর্যন্ত বিশ্বের বৃহত্তম কনটেইনারবাহী জাহাজ এইচএমএম আলজেসিরাস। এইচএমএমের (হুন্দাই মার্চেন্ট মেরিন) ২০১৮ সালে কার্যাদেশ দেওয়া প্রতিটি ২৪ হাজার টিইইউ ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মোট ১২টি আলট্রা লার্জ কনটেইনার শিপের সবগুলো অপারেশনে এসেছে এ বছর। এশিয়ার দেশগুলোর ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম নেপথ্য চরিত্র হয়ে দৈত্যাকার সব কয়টি জাহাজ চলাচল করছে ইউরোপ-এশিয়া রুটে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে নতুন ২৪,০০০+ টিইইউ ধারণক্ষমতার জাহাজ নির্মাণের কার্যাদেশ দিয়েছে হ্যাপাগ-লয়েড, ওশান নেটওয়ার্ক এক্সপ্রেস (ওয়ান)। সদ্যবিদায়ী বছরের শেষ ১৫ দিনে অন্তত ১৮টি মেগা আকৃতির জাহাজ নির্মাণের চুক্তি হওয়ায় গতি ফিরে পেয়েছে জাহাজ নির্মাণ খাত। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের ডেটা বলছে, ২০২০ সালে ট্রেড মার্চেন্ডাইজিংয়ের বার্ষিক ভলিউম দ্বিতীয় প্রান্তিকে ৯.২ শতাংশ কমার বিপরীতে বছর শেষে ৭.২ শতাংশ গতিতে উঠে আসছে।

আকাশ ছুঁয়েছে ফ্রেইট রেট

কোভিড-১৯ এর পাশাপাশি পৃথিবী ২০২০ সালকে মনে রাখবে ওশান ফ্রেইট রেটের অস্বাভাবিক উচ্চ হারের কারণেও। আকস্মিক লকডাউনের কারণে ভীত হয়ে 'প্যানিক বায়িং', জরুরি খাদ্য, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ বৃদ্ধিকে এর মূল কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে। ফলে এ বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে যত অস্বাভাবিক গতিতে নিচে নেমে ছিল, তার দ্বিগুণ গতিতে উঠে এসেছে ফ্রেইট রেট। চাহিদা-জোগানের ভারসাম্য রাখতে এশিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপে পণ্যের চালানের সংখ্যা বহুগুণে বাড়িয়েছে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো। এর ফলে মে থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে গ্লোবাল কনটেইনার রেটের সূচক ১০৬ শতাংশ উপরে উঠেছে। এমনকি এক মাসের মধ্যে চারবার বাড়ানো হয়েছে ফ্রেইট রেট। (সূত্র: দ্য এফবিএক্স গ্লোবাল কনটেইনার ইনডেক্স)।

ঊর্ধ্বমুখী চাহিদা এবং বাংকারের নিম্নমুখী মূল্যের মধ্যে সবচেয়ে লাভবান হয়েছে কনটেইনার ক্যারিয়ার প্রতিষ্ঠান। অপারেশনাল শিপিং থেকে এ বছর ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মুনাফা করেছে শীর্ষ শিপিং কোম্পানিগুলো, যা আগের বছরের চেয়ে অন্তত ১৬ শতাংশ বেশি। ব্যস্ত শিপিং রুটে, বিশেষ করে ট্রান্স-প্যাসিফিক নৌপথে জাহাজের সংখ্যা ও কনটেইনার ধারণক্ষমতা আরো বাড়িয়ে বাজারে ভারসাম্য বজায় ও ফ্রেইট রেটে লাগাম টানতে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে চীনের পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল মেরিটাইম কমিশন।

লাখো নাবিকের অনির্দিষ্ট যাত্রা

বৈশ্বিক অর্থনীতি এবং শিপিংয়ের সূচকগুলোকে ওঠানামা করানো ছাড়া মেরিটাইম দুনিয়ায় কোভিড-১৯ সবচেয়ে মারাত্মক ও দীর্ঘমেয়াদি ধাক্কা দিয়েছে সি ফেয়ারারদের। মহামারির মধ্যেও বৈশ্বিক অর্থনীতিকে চালু রাখতে নিরন্তর অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছেন নাবিকেরা। ওদিকে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা ও চলাচলে সীমাবদ্ধতা আরোপের ফলে নাবিকরা জাহাজ থেকে না পারছেন নামতে, না পারছেন নিজ দেশে ফিরতে। আবার যারা ঘরে আটকা, তারাও অপেক্ষমাণ জাহাজে আরোহণের জন্য নিকটবর্তী বন্দরে যেতে প্রয়োজনীয় এন্ট্রি বা এক্সিট ভিসা সংগ্রহ করতে পারছেন না। বিশ্বব্যাপী প্রায় ৯৬ হাজার বাণিজ্যিক সমুদ্রযানে কর্মরত প্রায় ১৮ লাখ নাবিকের এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি এখন আটকা পড়ে আছেন জাহাজ বা বাড়িতে। তীরে এসেও তরী থেকে নামতে পারছেন না অন্তত চার লাখ নাবিক। কোভিড-১৯ সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় বিমাতাসুলভ আচরণ করছে বন্দরগুলো। অনেক দেশই নাবিক পরিবর্তন নিষিদ্ধ করেছে, পুরো প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত কঠোর করে তুলেছে বাদবাকি রাষ্ট্রগুলো। নিয়ম অনুযায়ী, একজন নাবিকের টানা ১১ মাসের বেশি সাগরে কোনোভাবেই অবস্থান করার কথা না থাকলেও অনেকে ১৬ মাসেরও বেশি সময় ধরে ভেসে চলেছেন একটানা। অনেকে বিপজ্জনকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এরকম অবসন্ন নাবিকদের নিয়ে জাহাজ চালানো হলে ক্যাপ্টেনদেরই ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হতে পারে। মাসের পর মাস সমুদ্রযাত্রার ধকল এবং বাড়ি ফিরতে না পারার মানসিক চাপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে তাদের মধ্যে।

সমুদ্রগামী নাবিকদের অর্থনীতির 'অপরিহার্য কর্মী' স্বীকৃতি দিয়ে সমুদ্রযানে কাজে যোগদান বা সেখান থেকে ফেরার ক্ষেত্রে মুক্তভাবে চলাচলের সুযোগ দেয়ার জন্য আইএমওর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে আইটিএফ। সদস্য দেশগুলোর বন্দরে নাবিক পরিবর্তনের জন্য ১২ স্তরের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে আইএমও। জুনে আন্তর্জাতিক নাবিক দিবসে ট্রেন্ডিং থেকে ভাইরাল হয়ে ওঠে সি ফেয়ারারস আর কি ওয়ার্কার্স হ্যাশট্যাগ। বর্তমানে ক্রু চেঞ্জ ক্রাইসিস অনেকটা লাঘব হয়েছে, চালু হয়েছে নাবিক বদলের দীর্ঘমেয়াদি কার্যকর প্রক্রিয়া।

তেল নিয়ে তেলেসমাতি

সাপ্লাই চেইন চেকপয়েন্টে বৈদেশিক বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা, লকডাউনের ফলে ফুয়েলের চাহিদা অনেক কমে যাওয়ায় অয়েল বিজনেস গোত্তা খেলেও অয়েল ট্যাংকার ব্যবসা ফুলেফেঁপে ওঠে। অথচ হওয়ার কথা ছিল উল্টোটা। এর পেছনে মূলত দুটি বিষয় একসাথে কাজ করেছে-সৌদি আরব-রাশিয়া তেলযুদ্ধ এবং মহামারি নিজে।

আন্তর্জাতিক বাজারের প্রায় ৫০ শতাংশ দখলে রেখে অয়েল প্রডাকশন অ্যান্ড এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ (ওপেক)-এর নেতৃত্বে রয়েছে সৌদি আরব। নতুন সদস্য রাশিয়াসহ এর নাম হয়েছে এখন ওপেক প্লাস। মহামারির শুরুতে তেলের চাহিদা নাটকীয়ভাবে কমে যাওয়ায় সৌদি আরবসহ পুরনো সদস্যরা দৈনিক তেল উৎপাদন অন্তত ১.৫ মিলিয়ন ব্যারেল পর্যন্ত কমিয়ে ফেলতে একমত হয়। কিন্তু রাশিয়া সাফ জানিয়ে দেয় এ সিদ্ধান্ত তারা মানবে না। ওপেক প্লাস থেকে বেরিয়ে গিয়ে তারা উৎপাদন অব্যাহত রাখে এবং শুরু হয় কুখ্যাত 'অয়েল মার্কেট ওয়ারফেয়ার'। সৌদি নেতৃত্বাধীন ওপেক দেশগুলো তেলের উত্তোলন ও উৎপাদন না কমিয়ে বরং বাড়িয়ে দেয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে আগে থেকেই কমতে থাকা চাহিদার বাজারে ঢুকতে থাকে বিপুল পরিমাণে পরিশোধিত ফুয়েল অয়েল। প্রতিদিন উদ্বৃত্ত হতে শুরু করে প্রায় ২০-৩৫ মিলিয়ন ব্যারেল তেল। শীর্ষ কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দাম মার্চে ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত পড়ে যায়। বিগত ৩০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে এসে যায় বাজারে তেলের দাম। তেল মজুদের প্রতিটি স্থাপনা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় ট্যাংকারগুলোকেই ভাড়া নিয়ে ভাসমান অয়েল স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে আরামকো, এক্সন, শেভরন, বিপি অয়েলসহ বেশির ভাগ তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। মহামারির প্রথম তিন মাসে অন্তত ১.২ বিলিয়ন ব্যারেল তেল আক্ষরিক অর্থেই ভাসছিল সাগর-মহাসাগরে। ট্যাংকার চার্টার রেট দৈনিক ২৫-৩০ হাজার মার্কিন ডলার থেকে এক লাফে বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছে যায় ২ লাখ মার্কিন ডলারে!

বিধ্বস্ত বৈরুত

বন্দরের ওয়্যারহাউসে রক্ষিত সার কারখানার জন্য আমদানীকৃত ২ হাজার ৭০০ টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বিস্ফোরণের ফলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় লেবাননের রাজধানী বৈরুত বন্দর। তাৎক্ষণিকভাবে দুইশর বেশি নিহত, হাজার অযুত আহত এবং লক্ষাধিক স্থাপনা গুঁড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যায় দেশের বৃহত্তম শস্যাগারটিও। লেবাননে কর্মরত বাংলাদেশের পাঁচজন প্রবাসী নাগরিক নিহত এবং শতাধিক আহত হন, যার বেশির ভাগ ছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্য। দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বৈরুত বন্দরের কাছে নোঙর করে থাকা জাতিসংঘ শান্তি মিশনের দায়িত্ব পালনরত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ বানৌজা বিজয়। হিরোশিমাকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলা পারমাণবিক বোমা ফ্যাট বয়ের বারো ভাগের এক ভাগ শক্তি নিয়ে ঘটা বিস্ফোরণে ৩.৩ মাত্রার ভূমিকম্পের শক্তি ছিল। এমনকি ২০০ কিলোমিটার দূরে ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত সাইপ্রাসও টের পায় এ বিস্ফোরণের ধাক্কা। একই ওয়্যারহাউসে কয়েক দিন আগে ৩০ থেকে ৪০ ব্যাগ আতশবাজি রাখা হয়েছিল। কোনো কারণবশত এতে আগুন ধরে গেলে প্রাথমিক বিস্ফোরণ ঘটে। অসতর্কতার মূল্য কত ভয়ানক হতে পারে, এ শিক্ষাই দিয়ে গেছে বৈরুত ট্র্যাজেডি।

রুদ্র ছিল প্রকৃতিও

ফেব্রুয়ারিতে ব্রাজিলের সাও লুইস উপকূলে মাত্র ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে ডুবে যায় তিন লাখ ডেড ওয়েট টনের আকরিক লোহা পরিবহনকারী সুবিশাল জাহাজ স্টেলার ব্যানার। আধুনিক ভিএলওসিগুলোর (ভেরি লার্জ ওর ক্যারিয়ার) ডিজাইন এবং গঠনগত দুর্বলতা নিয়ে অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়ে স্টেলার ব্যানার ডুবে যাওয়ার পর ধস নামে ব্রাজিলের লোহার খনি ব্যবসায়। রিস্ক ম্যানেজমেন্ট হিসেবে নিজেদের ২৫ কনভার্টেড ভিএলওসিকে অপারেশনাল কর্মকাণ্ড থেকে প্রত্যাহার করে নেয় মাইনিং কোম্পানি ভেল।

গত মে মাসে মেলবোর্ন থেকে চীন যাওয়ার পথে খারাপ আবহাওয়ার কবলে পড়ায় কনটেইনার জাহাজ এপিএল ইংল্যান্ড থেকে অন্তত ৫০টি কনটেইনার নিউ সাউথ ওয়েলসের সাগরে পড়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, জাহাজে সারিবদ্ধ কনটেইনারসমূহও জাহাজের খোলের ভেতরে এলোমেলোভাবে পড়ে যায়।

সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনাটি ঘটে জুলাইয়ে। আফ্রিকার মরিশাস উপকূলে ডুবে থাকা কোরাল রিফে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায় মিৎসুই ওএসকে লাইন পরিচালিত চীন থেকে ব্রাজিলগামী জাহাজ এমভি ওয়াকাশিও। জাহাজে থাকা প্রায় চার হাজার টন ফুয়েল অয়েলের প্রায় সবটুকু মিশে যায় পর্যটন স্বর্গ হিসেবে পরিচিত দ্বীপদেশটিতে, সৃষ্টি হয় অকল্পনীয় মাত্রায় সমুদ্র দূষণ। অত্যন্ত সমৃদ্ধ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্যকে মারাত্মক হুমকিতে ফেলা ও অদক্ষ নেভিগেশনের দায়ে ৬০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হতে পারে ইতিমধ্যেই আটক ওয়াকাশিও'র ক্যাপ্টেনকে।

বছরের শেষে হাওয়াই উপকূল থেকে ১ হাজার ৬০০ নটিক্যাল মাইল দূর দিয়ে চীনের ইয়ানতিয়ান বন্দর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের লং বিচ বন্দরে যাওয়ার সময় ওশান নেটয়ার্ক এক্সপ্রেসের (ওয়ান) ১৪ হাজার ৫২ টিইইউ জাহাজ দ্য ওয়ান অ্যাপাস থেকে আঠারোশর বেশি কনটেইনার খোলা সাগরে পড়ে যায়। প্রাথমিক কারণ হিসেবে তদন্তে মৌসুমি ঝড় এবং আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে সৃষ্ট প্রবল রোলিংকে দায়ী করা হয়েছে।

বাজারে টিকে থাকতে অধিগ্রহণ, একীভূত হওয়ার হার বেড়েছে

এপিএম-মায়ের্স্ক, এমএসসি, কসকোর মতো শীর্ষস্থানীয় শিপিং সংস্থাগুলো নয়া প্রযুক্তি ও অনশোর কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রবণতা এ বছরও বজায় রেখেছে। ভূরাজনৈতিকভাবে গুরুত্ববাহী আঞ্চলিক হাবগুলোতে ব্যবসার সুবিধার্থে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পোর্ট লজিস্টিকস, টার্মিনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তুলছে প্রতিষ্ঠানগুলো। গত এপ্রিলে মার্কিন ওয়্যারহাউজিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি পারফরম্যান্স টিমকে অধিগ্রহণ করেছে মায়ের্স্ক। একই সময় সাংহাইভিত্তিক ওরিয়েন্ট ওভারসিজ কনটেইনার লাইন (ওওসিএল)-এর শতভাগ শেয়ার কিনে নিয়েছে চীনা শিপিং জায়ান্ট কসকো। ডেলফিন শিপিং এলএলসির নিয়ন্ত্রণাধীন উদ্যোগের সাথে যুক্ত হয়ে যৌথ অপারেশন শুরু করেছে বৃহৎ বাল্ক ক্যারিয়ার কোম্পানি স্টার বাল্ক। এছাড়াও বহু ছোট প্রতিষ্ঠান একে অপরের সাথে যুক্ত হয়েছে নিজেদের টিকে থাকার স্বার্থে।

উপসংহার

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের শুরুতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প খাতের তালিকায় প্রথম সারিতে ছিল শিপিং ও মেরিটাইম। কিন্তু সময় গড়ানোর সাথে সাথে অতি দ্রুত ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে নৌবাণিজ্য। আবার নতুন ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে সার্স কোভ-২ এর অন্য একটি ভ্যারিয়েন্ট, যা প্রথম ঢেউয়ের চেয়েও মারণঘাতী, দ্রুত ছড়াতে সক্ষম। এ পরিস্থিতিতে চিকিৎসা সরঞ্জাম, নতুন আবিষ্কৃত ভ্যাকসিন বিতরণ কাজে মুখ্য ভূমিকা রাখতে যাওয়া শিপিং খাত আগের বছরের চেয়ে ভালোভাবে কাটাতে পারবে নতুন বছর, এ আশা করাই যায়।

প্রযুক্তি

মানুষে মানুষে যোগাযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু করোনাকালে মানুষ অনেক বেশি করে উপলব্ধি করেছে যে, যোগাযোগ ছাড়াও অনলাইনে অনেক কাজ খুব সহজে করা যায়। চাক্ষুস না দেখে দূর থেকে ভিডিও কলে রিমোট সার্ভে-ইন্সপেকশন, অনলাইনে মেরিটাইম শিক্ষা, ট্রেনিং, সেমিনার, সম্মেলন যে সম্ভব হতে পারে, ডিজিটাল টেকনোলজির কল্যাণে এ বছর দেখেছে শিপিং-বিশ্ব। ব্লকচেইন ব্যবহার করে ই-বিল অব ল্যাডিং, আর্থিক লেনদেন, স্মার্ট চুক্তিপত্র, এলসির ব্যবহার বেড়েছে। প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় ব্যয় আর সময়সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহ বেড়েছে বন্দর ও শিপিং কোম্পানিগুলোতে। প্রযুক্তির যে পরিবর্তন ধীরে ধীরে জায়গা করে নেওয়ার কথা ছিল, কোভিড-১৯ এক ধাক্কায় ডিজিটাইজেশনের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। মহামারি-উত্তর 'নিউ নরমাল' শিপিং বাণিজ্যে পেপারওয়ার্ক ও ব্যক্তিগত মোলাকাত কমাতে মুখ্য ভূমিকা রাখতে চলেছে প্রযুক্তি।

পরিবর্তনে, একসাথে

ই-বিল ব্যবহার করে স্মার্ট কনটেইনার প্রযুক্তির প্রসারে প্রথম শ্রেণির নয় কনটেইনার শিপিং কোম্পানি-এমএসসি, মায়েরস্ক, সিএমএ সিজিএম, হ্যাপাগ-লয়েড, ওশান নেটওয়ার্ক এক্সপ্রেস (ওয়ান), এভারগ্রিন, ইয়াং মিং, এইচএমএম এবং জেডআইএম (জিম) মিলে গড়ে তুলেছে নিরপেক্ষ, অলাভজনক সংস্থা ডিজিটাল কনটেইনার শিপিং অ্যাসোসিয়েশন (ডিসিএসএ)। আরেক উদ্যোগ, ট্রেডলেন্স ব্যবহার করে ব্লকচেইন-ভিত্তিক ডেটা প্লাটফর্মের পরিসীমা বাড়াতে এক ছাদের তলায় এসেছে এই প্রতিষ্ঠানগুলো। বিশ্বে এই মুহূর্তে ভাসমান ওশান কনটেইনার কার্গোর প্রায় অর্ধেকের প্রতিটি ইউনিট সম্পর্কে বিস্তারিত ডেটা থাকছে ট্রেডলেন্স ডিজিটাল প্লাটফর্মে, যেখানে প্লাটফর্ম প্রোভাইডার হিসেবে ক্লাউড সেবা দিচ্ছে আইবিএম।

ডিজিটাল টুলসের ব্যবহার বেড়েছে

২০২০ সাল বুঝিয়ে দিয়েছে সশরীরে উপস্থিত না থেকেও সফলভাবে পরিদর্শন আর জরিপের কাজ করা সম্ভব। ডিএনভি জিএল, ব্যুরো ভেরিটাসের মতো ক্ল্যাসিফিকেশন সোসাইটি তাদের ইন্সপেকশন আর সার্ভের কাজ সেরেছে দূর-নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে। অনলাইনে ভেসেল সার্ভের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে সাপ্লাই চেইন নিরবচ্ছিন্ন রাখতে পোর্ট স্টেট কনট্রোল গাইডেন্স প্রকাশ করেছে ইউএস কোস্ট গার্ড। শিপিং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রশংসিত হয়েছে নাবিকদের সার্টিফিকেট অর্জন বা হালনাগাদ করতে ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রদানের উদ্যোগ। এ সময় সি ফেয়ারার সার্টিফিকেট কীভাবে দিতে হবে, এ ব্যাপারে নির্দেশনা প্রকাশ করেছে আইসিএস। সংক্রমণ এড়াতে জরুরি স্বাস্থ্যবিধি এবং অনবোর্ড অপারেশন-সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে নাবিকদের জন্য বিনামূল্যে ই-লার্নিং কোর্স চালু করেছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (ডব্লিউএইচও)।

স্মার্ট ম্যাপ

ভাইরাস ছড়ানোর হার কতটা দ্রুত, কোন দেশ কতখানি আক্রান্ত সেটা বিস্তারিতভাবে অনুধাবন করা কখনই সম্ভব হতো না স্মার্ট ম্যাপিং সিস্টেম না থাকলে। এই রিপোর্ট লেখার সময় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১০ কোটির কিছু কম এবং মৃতের সংখ্যা ২১ লাখের কিছু বেশি দেখাচ্ছিল জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি নির্মিত ডিজিটাল ম্যাপ। আক্রান্ত ও মৃত-দুদিক থেকেই শীর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নির্দিষ্ট ম্যাপ থাকায় কোন কোন দেশ বা নৌপথ এড়িয়ে যাওয়া উচিত, কোথায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাচল ও বাণিজ্য করা নিরাপদ, কোন বন্দর বা টার্মিনাল সচল আছে, কোনটি কবে খুলবে, অঞ্চলভিত্তিক কোয়ারেন্টিন বা লকডাউনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে বিশ্বকে সচল রেখেছে এসব স্মার্ট প্যান্ডেমিক ম্যাপ।

থেমে থাকেনি সভা, সেমিনার, কর্মশালা, সম্মেলন

ব্যাপক আকারে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার প্রথম দিকেই পরিবর্তিত স্বাভাবিকে শিপিং ইন্ডাস্ট্রি ভার্চুয়াল আয়োজনের দিকে ঝুঁকে যায়। শারীরিক উপস্থিতিতে একে অপরের সাথে উষ্ণ সম্ভাষণ, সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে আলাপন ছাড়াই অনলাইনে চলেছে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর, বহুজাতিক সম্মেলন, আইএমওসহ শীর্ষ সব শিপিং সংস্থার সাধারণ সভা। এ সভা, সেমিনার, সম্মেলনে অংশ নিতে ব্যয় হতো বহু সময়, অর্থ। দিনের পর দিন কর্মস্থল, পরিবার থেকে দূরে থাকার বদলে এভাবে সম্মেলন করেও যে প্রায় একই প্রভাব রাখা সম্ভব, তা জানা গেল এ বছরই।

ওয়ার্ক ফ্রম হোম

সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মূল চাবিকাঠি হিসেবে পৃথিবীবাসী বেছে নিয়েছে বাসায় বসে অফিসের কাজ করা। ইন্টারনেটের ব্যাপকতা যে আসলে কতখানি সেটা বোঝা গেছে মহামারিতে। যদিও দীর্ঘদিনের সহকর্মী, চেনা কর্মপরিবেশ থেকে দূরে বসে কাজ করতে অস্বস্তি হলেও প্রায় সব সেক্টরের কাজই চলেছে অনলাইনে। হাবস্টাফ ব্লগচালিত জরিপ বলছে, ৮৪.৫ শতাংশ কোম্পানি করোনার প্রকোপ কমে যাওয়ার পরও জরুরি প্রয়োজনে বাসায় থেকে কাজ চালিয়ে যেতে আগ্রহী। কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কে যথাযথ সাইবার নিরাপত্তার ব্যাপারটি প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যায়।

তৎপর ছিল হ্যাকাররাও

শিপিং দুনিয়ার 'বিগ ফোর' সিএমএ সিজিএম, এপিএম-মায়ের্স্ক, এমএসসি এবং কসকো-সব কয়টি প্রতিষ্ঠান এ বছর সাইবার আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত ছিল। সিএমএ সিজিএমের লজিস্টিক বিভাগ দুদিন পুরোপুরি বন্ধ ছিল হ্যাকারদের কবলে পড়ে। এমএসসির কাস্টমার ফেসিং সিস্টেম ডাউন ছিল এক সপ্তাহ। অনলাইনে ব্যস্ততা বৃদ্ধির বছরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাইবার হামলার কারণে। অক্টোবরে হামলা হয় জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান, নৌবাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক সংস্থা খোদ আইএমওতে। কেবল জাহাজের অনবোর্ড নেটওয়ার্কে হামলা নয়, শোর-বেজড নেটওয়ার্ক ও আর্থিক লেনদেন-সংক্রান্ত তথ্যও নিরাপদ ছিল না হ্যাকারদের হাতে। অনলাইনে অপতৎপরতা ঠেকাতে শিপ অপারেটরদের জন্য সাইবার সিকিউরিটি গাইডলাইন ভার্সন ৪.০ প্রকাশ করেছে আইএমও, যা নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে কার্যকর হতে যাচ্ছে। এ সংস্করণে আপডেটেড রিস্ক মডেল সংযুক্ত থাকায় নতুন ম্যালওয়্যার, ফিশিং মেইল, ভাইরাস, আইওটি-বেজড অ্যাটাক চিনতে সুবিধা হবে নাবিক-অপারেটর-শিপারদের।

পরিবেশ

পরিবেশের সুরক্ষায় দীর্ঘদিনের রোডম্যাপ অনুযায়ী, আইএমও সালফার ক্যাপ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হবে বলে কয়েক বছর ধরেই ২০২০ সালের দিকে তাকিয়ে ছিল শিপিং ইন্ডাস্ট্রি। কিন্তু সব জল্পনা-কল্পনা, আশা-দুর্ভাবনা ছাপিয়ে বছরের নায়ক হয়ে থেকেছে কেবল একটি ভাইরাস। ওদিকে মানুষের বিপর্যয়ের বছরে পরিবেশ আর প্রাণিকুল ফিরে পেয়েছে সতেজতা, কার্বন নিঃসরণ কমেছে লক্ষণীয় হারে। সবচেয়ে অন্ধকার সময়ের পেছনেই থাকে নতুন দিনের আলোর রেখা, একথা যেন আরো একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে মহামারি।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে প্রকৃতি

এক করোনা মহামারি পুরো পৃথিবীকে থামিয়ে দিলেও বছরটি প্রকৃতির গতিকে বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ। এ বছর প্রকৃতিতে এমনসব পরিবর্তন দেখা গেছে, যা ছিল পরিবেশবিদদের জন্য অনেকটা অকল্পনীয়। বছরের প্রথম তিন মাসেই পৃথিবীর আকাশে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ বিষাক্ত উপাদানের পরিমাণ কমে যেতে দেখেন বিজ্ঞানীরা। কার্বন নির্গমন কমানোর জন্য অনেক বছর ধরে বড় বড় পদক্ষেপ দেখা গেছে সারা বিশ্বে। কাজের কাজ তেমন একটা হয়নি। তবে করোনার কারণে এ বছর কার্বন নির্গমন রেকর্ড সংখ্যক কমে গেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের অ্যাংলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, আগের বছরের চেয়ে এ বছর কার্বন নির্গমন ৭ শতাংশ কম হয়েছে। বছরের এপ্রিলে দৈনিক কার্বন নির্গমনের হার ছিল সবচেয়ে কম, ১৭ শতাংশ। উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায় বায়ুদূষণ। আগের চেয়ে অনেক বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া গেছে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রে। দূষিত পদার্থের উপস্থিতি কমে গেছে ইতালি ও দক্ষিণ কোরিয়ার বাতাসেও। লকডাউনের কারণে ইতালির বাসিন্দা ও বিশ্বের পর্যটকরা যখন ঘরবন্দি, পর্যটন শহর ভেনিস তার রূপ বদলাতে শুরু করে। ভেনিসের খালগুলোর পানি স্বচ্ছ হতে শুরু করে। ফিরে আসতে শুরু করে প্রাণিকুল। অনেক জায়গায় লোকালয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় বন্যপ্রাণীদের। বাংলাদেশের কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের পানিও ঘোলাটে থেকে নীল হয়ে যায়। সৈকতের অনেক কাছে ডলফিনদের খেলতে দেখা গেছে।

আইএমও সালফার ক্যাপ ২০২০

মনে আছে আইএমও ২০২০-এর কথা? তিন বছর ধরে শিপিং দুনিয়ার আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল ২০২০ সালের প্রথম প্রহরে কার্যকর হতে যাওয়া জাহাজের জ্বালানি হিসেবে আইএমও নির্ধারিত মাত্রায় সালফার ফুয়েল নীতিমালা। ২০৫০ সালের মধ্যে শিপিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ বৈশ্বিকভাবে অন্তত ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনতে আইএমও মারপোল অ্যানেক্স সিক্স অনুযায়ী এ আইন করেছে শিপিং দুনিয়ার অভিভাবক প্রতিষ্ঠানটি। বন্দর, তেল উৎপাদনকারী ও শোধনাগার, মজুদ প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যস্ত ছিল প্রচলিত ৩.৫০ শতাংশ সালফারসমৃদ্ধ ফুয়েলের বদলে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ লো সালফার ফুয়েল শোধন, মজুদ ও বিতরণে। এর মধ্যেই করোনার থাবায় এলোমেলো হয়ে যায় ভেরি লো সালফার ফুয়েল অয়েল উৎপাদন ও বিতরণ। ফলে গতি হারিয়েছে জাহাজের ফুয়েল হিসেবে ভিএলএসএফও'তে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া।

বিকল্প জ্বালানিতে আগ্রহ বেড়েছে

মহামারির অনেক আগে থেকেই নবায়নযোগ্য শক্তির চাহিদা বিশ্বব্যাপী বাড়ছিল। তবে মহামারির সময়ে পৃথিবর মানুষ সত্যিকার অর্থেই নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভব করে। বছর শেষে দেখা যায় এ ধরনের শক্তির উৎপাদনও বেড়েছে। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি রিনিউএবলস ২০২০ ডিসেম্বর রিপোর্ট অনুযায়ী, এ বছর বিশ্বে নবায়নযোগ্য শক্তির সক্ষমতা ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। অথচ মে মাসে আগের রিপোর্টে তারা বলেছিল, মহামারির জন্য দেরিতে নির্মাণকাজ, লকডাউনসহ নানা কারণে গত ২০ বছরের মধ্যে এ বছর নবায়নযোগ্য শক্তির সক্ষমতা সবচেয়ে কম হবে। মে মাসের মাঝামাঝি থেকে নির্মাণকাজ ও উৎপাদনের ব্যাপক বৃদ্ধির কারণে নবায়নযোগ্য শক্তির সক্ষমতা বেড়েছে। পেট্রোকেমিক্যালের পরিবর্তে বায়োফুয়েল, অ্যামোনিয়া নিয়ে গবেষণা বেড়েছে। ২৩ হাজার টিইইউ কনটেইনার ধারণক্ষম দৈত্যাকার এলএনজি জাহাজ জ্যাকুয়েস সাদের বাণিজ্যিক চলাচল শুরুর পাশাপাশি হাইড্রোজেনচালিত জাহাজ এনেছে সিএমএ সিজিএম। ১০০ এলএনজি ক্যারিয়ার নির্মাণের লক্ষ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার তিন শিপইয়ার্ডের সাথে ১৮.৭৫ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে কাতার পেট্রোলিয়াম।

অবশেষে ইইউ ইটিএসের অংশ হলো শিপিং

মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট ছিল একমাত্র সেক্টর, যেখানে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ বন্ধে ইইউর সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা ছিল না। ইউরোপিয়ান কমিশনের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর এক বছর আগে এ নিয়ে কাজ শুরু করেন উরসুলা ভন ডার লেভেন। এরপর গত সেপ্টেম্বরে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে ভোটের মাধ্যমে শিপিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে নিঃসৃত গ্রিনহাউস গ্যাস হ্রাস-সংক্রান্ত বিধিমালা পাস হওয়ায় শিপিং খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ইইউ এমিশন ট্রেডিং সিস্টেমে (এটিএস)। ২০২২ সালের সালের জানুয়ারি থেকে ইউরোপের পানিতে চলমান জাহাজে ইটিএসের বিধিমালা অনুযায়ী জাহাজে তদারকি শুরু করবে ইইউ, যাতে ২০৩০ নাগাদ শিপিং থেকে কার্বন নিঃসরণের হার অন্তত ৪০ শতাংশ কমানো সম্ভব হয়।

ওপেন লুপ স্ক্রাবার নিষিদ্ধ করেছে আরো দেশ

আইএমও নির্ধারিত ভিএলএসএফও ব্যবহারের বিকল্প হিসেবে ওপেন লুপ স্ক্রাবারের কথা বলা হলেও বহু দেশ তাতে আস্থা হারাচ্ছে। পরিবেশ দূষণের দায়ে ২২তম দেশ হিসেবে নিজেদের মেরিটাইম সীমানায় ওপেন-লুপ স্ক্রাবার থেকে ওয়াশ-ওয়াটার নির্গমন নিষিদ্ধ করেছে সৌদি আরব।

ডিকার্বনাইজেশনের নতুন প্রকল্প উদ্বোধন

এমপিএ সিঙ্গাপুরের সাথে যৌথভাবে 'নেক্সটজেন' উদ্যোগ চালুর ঘোষণা দিয়েছে আইএমও। মেরিটাইম খাতে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে ইকোসিস্টেমে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সদস্য দেশগুলোর সাথে একযোগে কাজ করবে এ ইনিশিয়েটিভ। সাথে যুক্ত থাকবে বিভিন্ন শিপিং প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা।

বন্দরবার্তার পাঁচ বছর পূর্তিতে শুভকামনা

বাংলাদেশের মেরিটাইম শিল্প একটি বড় পরিবর্তনের সামনে দাঁড়িয়ে—গভীর সমুদ্রবন্দর থেকে সমুদ্র অর্থনীতির সুবিশাল কর্মযজ্ঞ, উচ্চ আয়ের দেশ হওয়ার পথে এখান থেকেই পেতে হবে সবচেয়ে বড় সহযোগিতা। ফলে সাধারণজনের মাঝে বন্দরসহ মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট খাতগুলো নিয়ে বাড়ছে কৌতূহল। সেই কৌতূহল পূরণের ব্রত নিয়ে পাঁচ বছর আগে শুরু হয়েছিল বন্দরবার্তা প্রকাশনা। এই সংখ্যাটি দিয়ে বন্দরবার্তা পা রাখল ষষ্ঠ বর্ষে। শুভক্ষণে বন্দরবার্তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মেরিটাইম খাতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও অংশীজনেরা।

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এমপি

প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

নৌপরিবহন সেক্টরের বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দরের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দেশবাসীর নিকট তুলে ধরার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মাসিক প্রকাশনা 'বন্দরবার্তা' এর ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতার পরপরই চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পুঁতে রাখা মাইন অপসারণের কাজ শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনের লক্ষ্যে সারা দেশের ন্যায় চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডের পর সমগ্র উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থমকে যায়। স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠী দেশকে উল্টোপথে চালাতে থাকে; ফলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় নৌপরিবহন ও বন্দর উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর 'পায়রা বন্দর' প্রতিষ্ঠা করেছেন। মোংলা বন্দরের উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন ও এর সম্প্রসারণ, মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্রবন্দরের নির্মাণ, বে-টার্মিনাল, পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং অন্যান্য কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বের ১০০টি বন্দরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর এখন ৫৮তম অবস্থানে রয়েছে। এসব কিছু সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের কারণে।

আশা করি, বন্দরবার্তায় নৌ ও বন্দর সেক্টরের পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্রও প্রকাশ পাবে। বন্দরবার্তা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের মুখপত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

বন্দরবার্তার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী

সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার। একে বাদ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা অসম্ভব। ২০৪১ সালে উচ্চ আয়ের দেশ হওয়ার যে লক্ষ্য তা বাস্তবে রূপ দিতে বন্দরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বিশাল আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সমুদ্রবন্দর দিয়েই সম্পাদিত হবে। সমুদ্রবন্দরকেও সেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখাটা জরুরি। এর অংশ হিসেবে মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মিত হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরসহ বিদ্যমান সমুদ্রবন্দরগুলোর সক্ষমতাও বাড়ানো হচ্ছে। উচ্চ আয়ের দেশে অভিগমনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত সুনীল অর্থনীতি।

'টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট ১৯৭৪' প্রণয়নের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছেন। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সমুদ্র বিজয়ের মধ্য দিয়ে সুনীল অর্থনীতির সুফল ঘরে তোলার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সে লক্ষ্যে নানা কাজও শুরু হয়েছে।

২০৪১ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এই খাত থেকে সুফল পেতে গেলে নতুন প্রজন্মসহ উদ্যোক্তা ও নীতিনির্ধারকদের আগ্রহী করে তুলতে হবে বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রচারণার মাধ্যমেও। এই কাজটাই পাঁচ বছর ধরে নিষ্ঠার সাথে করে আসছে বন্দরবার্তা। মেরিটাইম খাত নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সব কৌশল-পরিকল্পনা ও উত্তম চর্চাগুলো নিয়মিতভাবে উপস্থাপন করছে। এর মধ্য দিয়ে স্টেকহোল্ডারসহ আগ্রহী পাঠক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সেক্টরটি সম্পর্কে হালনাগাদ থাকার সুযোগ পাচ্ছেন। পাশাপাশি বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবিলায় মেরিটাইম খাত সংশ্লিষ্ট টেকসই ও পরিবেশবান্ধব বিষয়গুলো তুলে ধরছে প্রকাশনাটি। বন্দরবার্তার আগামীর পথচলা আরো সুচারু ও সাফল্যমণ্ডিত হোক, সেই প্রত্যাশা করছি।

রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান

চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

বৈশ্বিক পরিবহন ব্যবস্থার সমন্বিত লজিস্টিক সেন্টার হলো সমুদ্রবন্দর। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা ও পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে বন্দরকেও নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। নির্বিঘ্নে, নিরাপদে ও চৌকসভাবে সব কার্যক্রম সম্পাদনের স্বার্থে জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং নতুন নতুন প্রযুক্তিকে আত্তীকরণের প্রয়োজন পড়ে। এসবই করা হয় বন্দর ব্যবহারকারীদের তথা আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজ করতে। স্বাভাবিকভাবেই এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও সর্বশেষ তথ্য জানার অধিকার রয়েছে বন্দর ব্যবহারকারীদের। বন্দরবার্তার মাধ্যমে বন্দর সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য জানতে পারছেন তারা। পাশাপাশি আগ্রহী পাঠকরাও মেরিটাইম বিষয়াদি নিয়ে তাদের জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে নিতে পারছেন প্রকাশনাটি থেকে।

তথ্য সরবরাহই কেবল নয়, তথ্য ও তত্ত্বের বিশ্লেষণও সহজ ভাষায়, বোধগম্য উপায়ে উপস্থাপন করছে বন্দরবার্তা। আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সেক্টরে ঘটে যাওয়া নানা বিষয়ের ওপর ব্যাখ্যামূলক বিভিন্ন নিবন্ধও আমরা বন্দরবার্তা থেকে পাঠ করতে পারছি। সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় বন্দরবার্তার মতো একটি মেরিটাইম প্রকাশনা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্নে ২০৪১ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মেরিটাইম খাত থেকে যে বড় মাপের প্রবৃদ্ধি আশা করি তার জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে। সে লক্ষ্যে মাতৃভাষায় মেরিটাইম চর্চার বিকল্প নেই। পাঁচ বছর ধরে নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সাথে সেই চর্চাটাই করে যাওয়ায় বন্দরবার্তাকে ধন্যবাদ। আগামীতেও যাতে এই ধারা অব্যাহত থাকে, বন্দরবার্তার কাছে সেই প্রত্যাশা থাকছে।

রিয়ার এডমিরাল (অব.) মো. খোরশেদ আলম

সচিব (মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির পর সুনীল অর্থনীতির অপার সম্ভাবনা ও ভূরাজনৈতিক অবস্থান বিবেচনায় বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সমুদ্রে অব্যবহৃত ও এর তলদেশে অ-উন্মোচিত সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করতে পারবে। সমুদ্রসম্পদ ব্যবহার করে দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তাসহ বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার সুযোগ রয়েছে। এর টেকসই অনুসন্ধান ও আহরণ এবং সুনীল অর্থনীতির সর্বোচ্চ উপযোগিতা বৃদ্ধি জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সুনীল অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হচ্ছে নৌপরিবহন, যা জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও কার্যকরী পরিবহন ব্যবস্থা হওয়ায় বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ বাণিজ্যিক পণ্য সমুদ্রপথে পরিবাহিত হয়। এই খাত বন্দর ও জাহাজ ব্যবস্থাপনা উভয় ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যিক পরিবহনের ৯৫ শতাংশের অধিক সমুদ্রপথে এবং তিনটি প্রধান সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতি বছর জাহাজ ভাড়া বাবদ ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি ব্যয় করে, যার প্রায় পুরোটাই নিয়ে যাচ্ছে বিদেশি জাহাজ মালিকরা।

তবে বাস্তবতা হচ্ছে সম্ভাবনার তুলনায় এই খাতে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে সম্পাদন হচ্ছে না। সড়ক পথের মতো নৌপথ সৃষ্টি ও উন্নয়নে আরো গুরুত্বারোপ করতে হবে। নৌপথকে আরো জনপ্রিয়, আরামপ্রদ ও সাশ্রয়ী করতে পারলে সড়ক ব্যবস্থার উত্তম বিকল্প হিসেবে নৌপথ বিশেষ গুরুত্ব পাবে। নৌযান মালিক ও শ্রমিকদের পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি, দক্ষ ও চৌকস নাবিক তৈরি করতে নৌ শিক্ষার আধুনিকায়ন, নদী দূষণ ও দখল করা থেকে বিরত থাকা ও রাখা নিশ্চিত করতে হবে। নৌপথে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কনটেইনার টার্মিনালের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতের জন্য এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সংযোগ সড়ক বিশেষভাবে কালকিন্দি-হেমায়েতপুর ও পানগাঁও-হাসনাবাদ এর যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। এছাড়া দেশেই উন্নত মেরিটাইম শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের নাবিক ও নৌ সংশ্লিষ্ট দক্ষ জনবল তৈরি করতে হবে। দেশীয় পতাকাবাহী জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে।

সম্ভাবনাময় এই খাতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ ও উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে গণমাধ্যমকে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। পাঁচ বছর ধরে 'বন্দরবার্তা' সেই কাজটিই করে যাচ্ছে। নৌপরিবহন খাতের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রকাশনাটি সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার কথা নৈর্ব্যক্তিকভাবে তুলে ধরবে, পাঁচ বছর পূর্তিতে নিরন্তর শুভেচ্ছার সাথে এই প্রত্যাশা রইল।

রিয়ার এডমিরাল (অব.) এম খালেদ ইকবাল

উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

বাংলাদেশের মেরিটাইম সেক্টরের গুরুত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বঙ্গোপসাগরের বিস্তৃত অঞ্চলে সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সুনীল অর্থনীতির নতুন দুয়ার আজ আমাদের সামনে খুলে গেছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে আজ আমরা এগিয়ে চলেছি উন্নয়নের মহাসড়কে। সে কারণেই উন্নত বিশ্বের সারিতে স্থান নেওয়ার যে কর্ম পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি সেখানে সুনীল অর্থনীতি বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সময় এখন আমাদের মহামূল্যবান সমুদ্রসম্পদ আহরণের; এ খাতে সদর্প পদচারণার। এজন্য প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ। সেই লক্ষ্যেই মেরিটাইম শিক্ষায় অগ্রসরমান বিশ্বের সাথে সঙ্গতি রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মেরিটাইম বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সম্প্রসারণে কাজ করছে দেশের প্রথম মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি।

মূলত চট্টগ্রাম বন্দর ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি একই সূত্রে গাথা, কারণ-বন্দরের নলেজ ও রিসার্চ পার্টনার হিসেবে এবং বন্দর সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করার জন্য দক্ষ ও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত নবপ্রজন্মকে গড়ে তোলাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে মেরিটাইম সেক্টরের বিভিন্ন তথ্য বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিবেশন করে আসছে বন্দরবার্তা। প্রকাশনাটির পাঁচ বছরের পথচলা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আগামীতেও যাতে তাদের এ পথচলা সাফল্যমণ্ডিত হয় সেই প্রত্যাশা করছি।

রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ

বিদায়ী চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

তথ্য এখন প্রবল পরাক্রান্ত এক শক্তি। তাই তথ্যকে সত্যের মতো নয়, বরং ঠিক সত্যটাই হতে হয়। অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচার না করে, বস্তুনিষ্ঠতার সাথে তাকে প্রকাশ করতে হবে। তথ্য সত্যের মতো হলে কিংবা বাস্তব ঘটনার সাথে সম্পর্কহীন হলে তার ভিত্তিতে যেকোনো পরিকল্পনা গ্রহণ বা ভবিষ্যতের পথরেখা নির্মাণ সুচারু হবে না। আর বর্তমানে তো বিশ্বের বন্দর ও শিপিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো তথ্যের ওপর নির্ভর করেই পরিচালিত হচ্ছে। নিয়মিতভাবে এই তথ্য বন্দর ব্যবহারকারী ও সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রকাশ করা একটি প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতাও বটে।

প্রকাশের কথা বললে ভঙ্গিটাও অনেক বেশি গুরুত্বাবহ। সাবলীলভাবে বোধগম্য উপায়ে সঠিক তথ্য প্রকাশ করতে পারাও একটা বিশেষ সক্ষমতা। 'বন্দরবার্তা' পাঁচ বছর ধরে সেই কাজটিই সক্ষমতার সাথে করে চলেছে। দেশের বন্দর তথা মেরিটাইম সেক্টরের নানা তথ্য বাস্তবতার নিরিখে তারা পাঠকের সামনে তুলে ধরছে। শুধু দেশীয় নয়, আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্যও সবাই বাংলা ভাষায় বন্দরবার্তার কাছ থেকে জানতে পারছে। মেরিটাইম সেক্টরের বিভিন্নবিষয় নিয়ে গঠনমূলক বিশ্লেষণও সময় সময় তুলে আনার চেষ্টা করছে বন্দরবার্তা। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মাসিক প্রকাশনাটিকে আমাদের মেরিটাইম সেক্টরের প্রতিচ্ছবিও বলা যায়। এই প্রচেষ্টা যেন আগামীতেও জারি থাকে, বন্দরবার্তার কাছে সেই প্রত্যাশা রইল।

মো. সিরাজুল ইসলাম

নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন আজ বিশ্বের কাছে রোল মডেল। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য বিনিয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম। আর ব্যাপক হারে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের পূর্বশর্ত হলো বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়ন। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন ও ব্যবসা সহজীকরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ব্যবসার পরিবেশ ইতিমধ্যেই অনেক সহজ হয়েছে। নানা প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তা তুলেও ধরা হচ্ছে। এছাড়া, ডিজিটাল প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দ্রুততম সময়ে ও সহজে বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য বিডা আন্তরিকভাবে কাজ করছে। ইতিমধ্যে ১১টি সংস্থার ৪১টি সেবা বিডার ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে অনলাইনে দেওয়া হচ্ছে। শিগ্গিরই সেবার সংখ্যা আমরা ১৫০টিতে উন্নীত করতে পারব বলে আশা করছি। সবগুলো সূচকে উন্নতি করে দ্রুতই আমাদের দেশ ইজ অব ডুয়িং বিজনেস র‍্যাংকিংয়ে আরো ভালো অবস্থানে যাচ্ছে। সেটা হবে বিডা তথা দেশের জন্য বিরাট এক অর্জন। আমাদের অর্জনের এসব তথ্য বস্তুনিষ্ঠতার সাথে তুলে আনছে বন্দরবার্তা। দেশের সামগ্রিক ব্যবসা উন্নয়নে বন্দরবার্তার মতো প্রকাশনা জরুরি। বন্দরবার্তার পাঁচ বছর পূর্তিতে প্রকাশনাটির প্রতি থাকল অশেষ শুভেচ্ছা।

কমডোর আবু জাফর মো. জালাল উদ্দিন
মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর

মেরিটাইম একটি বিশাল বিস্তৃত সম্ভাবনাময় খাত। ঐতিহাসিকভাবেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। মেরিটাইম পরিবহন, বন্দর, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এ খাতের প্রধান প্রধান অঙ্গ। তাই বলে এগুলো বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, একটি অন্যটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রত্যেকটি অঙ্গের সঠিক, দক্ষ ও সময়ানুগ কার্যসম্পাদনই সামগ্রিকভাবে মেরিটাইম খাতকে সচল রাখে। নৌপরিবহন অধিদপ্তরের এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা আছে এবং সেই ভূমিকা তারা একাগ্রতা ও দক্ষতার সাথে পালন করে আসছে। এই অধিদপ্তর বাংলাদেশের বন্দরে আসা বিদেশি জাহাজ পোর্ট স্টেট কন্ট্রোলের আওতায় নিয়মিত পরিদর্শন, ফিটনেস যাচাই ও আগমন-নির্গমনের অনুমতি প্রদানের কাজগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদন করছে। আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজের বিচরণ যাতে আরো বেশি সদর্প ও নির্বিঘ্ন হয় তা নিয়েও কাজ করছে সংস্থাটি। মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতেও বড় ভূমিকা রাখছে এটি। মেরিটাইম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট তদারকির পাশাপাশি সমুদ্রগামী জাহাজের নবীন নাবিকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বাণিজ্যিক জাহাজে দস্যুতা ও অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমাকে নিরাপদ রাখার কাজটিও সমান দক্ষতার সাথে করে যাচ্ছে নৌপরিবহন অধিদপ্তর। এসব কার্যক্রমের বস্তুনিষ্ঠ ও হালনাগাদ তথ্য বন্দরবার্তার মাধ্যমে সবাই জানতে পারছেন। পাঁচ বছর পূর্তিতে বন্দরবার্তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

কমডোর গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

অভ্যন্তরীণই শুধু নয়, বাহ্যিক কিছু বিষয়ও বন্দরের প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। উন্নত অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন অবকাঠামোর মাধ্যমে সমুদ্রবন্দরকে হিন্টারল্যান্ডের সাথে সংযুক্ত করা গেলে এর সক্ষমতা নিঃসন্দেহে বাড়ে। বন্দরকে আরো বেশি টেকসই ও দক্ষ করে তুলতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ নৌপথে পণ্য পরিবহন অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ সরকারও অভ্যন্তরীণ নৌপথের উন্নয়নকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সরকারের এই মেয়াদেই অর্থাৎ ২০২৪ সালের মধ্যেই ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ চালুর পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী ব্যাপক পরিসরে নদী খননের কাজ চলছে। পণ্য পরিবহন যাতে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ হয়, সেজন্য বেশকিছু নৌপথের শ্রেণি উন্নয়নও করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা ফেরানোর এই কার্যক্রমে ইতিমধ্যেই লক্ষণীয় অগ্রগতি হয়েছে। পণ্য পরিবহনে এর সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। তবে শতভাগ সুফল পাওয়া যাবে পুরো কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর। পরিবহনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে অভ্যন্তরীণ নৌপথের খবরা-খবর বন্দরবার্তার মাধ্যমে সবাই জানতে পারবেন, প্রকাশনাটির পাঁচ বছর পূর্তিতে সেই প্রত্যাশা করছি।

ড. রাশেদ উজ জামান
অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্র সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির পর বাংলাদেশের সামনে অর্থনীতির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বঙ্গপোসাগরের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্রসীমায় অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার এর সম্পদকে কাজে লাগিয়ে প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে নেওয়ার একটা সুযোগ এসেছে। ২০৪১ সালে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার যে স্বপ্ন আমরা দেখছি, তা ছুঁতে হলে অ-উন্মোচিত বিশাল এ সমুদ্রসম্পদ কাজে লাগানোর বিকল্প নেই। এজন্য প্রয়োজন সঠিক গবেষণা, পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। ব্লু ইকোনমির বিশাল-বিস্তৃত ক্ষেত্র থাকলেও ফিশারিজ, শিপবিল্ডিং, শিপব্রেকিং, লবণ উৎপাদন ও বন্দরের মতো মাত্র কয়েকটি খাতকে আমরা কাজে লাগাতে পারছি। বিশাল ক্ষেত্র এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। সেদিকে মনোযোগ বাড়াতে হবে আমাদের। এজন্য দক্ষ মানবসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রয়োজন উপযুক্ত প্রযুক্তিরও। সে নিয়েও ভাবতে হবে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'ব্লু ইকোনমি সেল' গঠন এদিক থেকে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তবে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে এ সেলকে, যাতে করে ব্লু ইকোনমি-সংক্রান্ত পরামর্শ ও পরিকল্পনা সঠিকভাবে ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করা যায়। এসব পরিকল্পনা, গবেষণা ও তার বাস্তবায়ন কীভাবে ও কতখানি হচ্ছে তা তুলে ধরার দায়িত্ব গণমাধ্যমের। 'বন্দরবার্তা' সেটি নির্ব্যক্তিকভাবে করবে, প্রকাশনাটির পাঁচ বছর পূর্তিতে এই প্রত্যাশা থাকল।

নৌপ্রকৌশলী ড. সাজিদ হোসেন
কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

বাংলাদেশের রয়েছে ৭৬৮ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল। স্বাভাবিকভাবেই সমুদ্রচারণ বা সিফেয়ারিং এ অঞ্চলের মানুষের শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ। তবে আধুনিক সিফেয়ারিংয়ের যে চ্যালেঞ্জ সেটা গ্রহণ করতে প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। সে লক্ষ্যেই সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য প্রয়োজনীয় 'মেরিন ক্রু' তৈরিতে ১৯৫৯ সালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'সিমেন্স ট্রেনিং সেন্টার'। মেরিন ক্যাডেট (নটিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং) তৈরিতে ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'মার্কেন্টাইল মেরিন একাডেমি'। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এই একাডেমিকে স্থানান্তর করে করাচীতে নিয়ে যায় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন 'বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি'। প্রতিষ্ঠানটির আজকের এই আন্তর্জাতিক মান ও খ্যাতি জাতির পিতার দূরদর্শী সেই উদ্যোগেরই ফসল। ২০১২ সালে প্রথমবারের মতো এখানে নারী ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ প্রবর্তন করা হয়েছে। বিগত ১২ বছরে অর্জিত হয়েছে বহুবিধ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, সদস্যপদ ও পেশাগত সম্পর্ক। ২০১৯ সালে ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, সুইডেনের পার্টনার ইনস্টিটিউশনের মর্যাদা, বৃটিশ মার্চেন্ট নেভি ট্রেনিং বোর্ডের স্বীকৃতি, যুক্তরাজ্যের নটিক্যাল ইনস্টিটিউট ও ইনস্টিটিউট অব মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজির যৌথ স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বর্তমানে বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে এবং বাংলাদেশের মেরিন ক্যাডেটদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব অর্জন ও সাফল্যের সংবাদ বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করে আসছে 'বন্দরবার্তা'। পাঁচ বছর পূর্তিতে প্রকাশনাটির আরো সাফল্য কামনা করছি।

কে. এম. তারিকুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগামিতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবস্থান কেন্দ্রভাগে। অর্থাৎ একটি দেশ কত দ্রুত এগিয়ে যাবে তার অনেকটাই নির্ভর করে আমদানি-রপ্তানির ক্রমোন্নতির ওপর। আর এই আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে বন্দর। তা সে সমুদ্রবন্দর হোক অথবা নৌ বা স্থলবন্দর। স্থলবন্দরগুলোর অভিভাবক হিসেবে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণে কাজ করছে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ। বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে পণ্য হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং সরকারি অংশীদারিত্বে অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ীদের দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা দিয়ে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। আগ্রহীদের বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানিকারকদের চাহিদার প্রতি যত্নবান থেকে স্থলবন্দর-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য নিষ্ঠার সাথে বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিবেশন করছে বন্দরবার্তা। পাঁচ বছর ধরে তথ্য সরবরাহের কাজটি সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে সম্পাদন করায় বন্দরবার্তার প্রতি রইল অশেষ শুভেচ্ছা। সেই সাথে আগামীর পথচলা যাতে আরো মসৃণ হয়, সেই প্রত্যাশাও থাকল।

দীর্ঘ ও কষ্টকর হবে ক্রুড অয়েল ট্যাংকার বাজার পুনরুদ্ধার

বৈশ্বিক অপরিশোধিত তেলের ট্যাংকার বাজারের আউটলুক (ভবিষ্যৎ আভাস) স্বল্পমেয়াদে তেমন উজ্জ্বল নয়। মেরিটাইম গবেষণা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ড্রিউরি তাদের নতুন এক বিশ্লেষণে এ তথ্য জানিয়েছে। ওই বিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠানটি অতিসক্ষমতা এবং তেলের চাহিদায় অনিশ্চয়তার বিষয়টি তুলে ধরেছে। পাশাপাশি ভেসেলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি মোকাবিলায় এ শিল্প যে ব্যর্থ হয়েছে তাও জানিয়েছে।

ড্রিউরি তাদের বিশ্লেষণে জানায়, অপরিশোধিত তেলের ট্যাংকারের অতিসক্ষমতা কমাতে জাহাজ মালিকদের উদ্যোগে বেশ ঘাটতি ছিল। ২০২০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ভেসেলগুলোর আয়ে যথেষ্ট পতন ঘটলেও ২০১৯ সালের পর মাত্র একটি ভিএলসিসি (বৃহদাকৃতির জাহাজ) ভাঙা হয়েছে। অথচ একই সময়ে বাজারে ঢুকেছে ১০৪টি নতুন ভিএলসিসি।

ভাসমান মজুদাগার হিসেবে ট্যাংকার ব্যবহারের প্রবণতা কমে আসায় আরো বেশি ভেসেল বাজারে সহজলভ্য হয়েছে। ড্রিউরির তথ্য অনুযায়ী, মাত্র ৭৪টি ভিএলসিসি এখন ভাসমান মজুদাগার হিসেবে সক্রিয় রয়েছে। ফলে এর হার ১১ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশে নেমে এসেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৫০ ডলার পেরিয়ে গেলেও ড্রিউরি জানাচ্ছে, বৈশ্বিক তেলের চাহিদা ২০২২ সালের আগে ২০১৯ সালের স্তরে পৌঁছবে না। প্রতিষ্ঠানটির পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে বাজারে বেশ কয়েকটি টিকা চলে আসায় তেলের বাজার কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে। তবে এগুলোর কার্যকারিতা ও বৈশ্বিক সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে যাওয়ায় বাজার পুরোপুরি পুনরুদ্ধার হতে আরো সময় লাগবে।

বর্তমান বাজার পরিস্থিতির ভিত্তিতে ড্রিউরি জানিয়েছে, পুরনো কিছু ভেসেল ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলে বাজার কিছুটা পুনরুদ্ধার হতে পারে। কারণ ২০২১ ও ২০২২ সালে আরো ১০২টি নতুন ভেসেল বাজারে প্রবেশ করবে। ফলে অপরিশোধিত তেলের ট্যাংকার বাজারের পুনরুদ্ধার হবে দীর্ঘ ও কষ্টকর।

অস্ট্রেলীয় অফশোরে কার্বন ধারণের প্রকল্প

অস্ট্রেলিয়ার অফশোরে কার্বন ডাই-অক্সাইড ধারণ ও মজুদে দেশটির তেল ও গ্যাস খাতের কোম্পানিগুলো গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে। 'ডিপসি স্টোর প্রজেক্ট' নামের এ প্রকল্পে অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শিল্প উৎস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড তরল আকারে ধারণ করে সেখান থেকে দেশটির অফশোরে একটি ভাসমান স্টোরেজ অ্যান্ড ইনজেকশন (এফএসআই) হাবে স্থানান্তর করা হবে। পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় এফএসআই হাবেব কাছাকাছি মাটির নিচে একটি কার্বন ডাই-অক্সাইড ইনজেকশন কূপও নির্মাণ হবে।

ডিপসি স্টোর প্রজেক্টের উদ্দেশ্য- অস্ট্রেলীয় সরকারের লো এমিশনস টেকনোলজি স্টেটমেন্টের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখা। সরকারের ওই স্টেটমেন্টে কার্বন ধারণ ও মজুদ ব্যবস্থা পাঁচটি অগ্রাধিকারমূলক প্রযুক্তির একটি।

জৈবজ্বালানি কোনো সমাধান নয়: ইউরোপীয় থিংক ট্যাংক

উড়োজাহাজ ও জাহাজের জন্য ইলেকট্রোফুয়েলের পরিবর্তে বায়োফুয়েলের ওপর অতিনির্ভরতা ইউরোপে পরিবেশগত বিপর্যয়ের ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। ইউরোপের ক্লিন ট্রান্সপোর্ট ক্যাম্পেইন গ্রুপ ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (টিঅ্যান্ডই) ইইউকে সতর্ক করে জানিয়েছে, বায়োফুয়েলের ক্ষেত্রে নির্ভরতা ইউরোপকে আবারো অতীতের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি করতে পারে।

সংস্থাটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাসটেইনেবিলি অ্যান্ড স্মার্ট মোবিলিটি স্ট্র্যাটেজিকে স্বাগত জানিয়েছে। পাশাপাশি বায়োফুয়েলের ব্যর্থতায় ফিরে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও সতর্ক করেছে। টিঅ্যান্ডই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বায়োফুয়েলের ওপর নির্ভরতা কমিশনের হাইড্রোজেন স্ট্র্যাটেজির পরিপন্থি। এছাড়া বৃক্ষনিধন নির্মূলে ব্লকটির লক্ষ্যের সঙ্গে তা অসঙ্গতিপূর্ণ। ২০৩০ সাল থেকে উড়োজাহাজ ও জাহাজে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে ইইউ। তবে তারা জানিয়েছে, বিকল্প জ্বালানির অধিকাংশই আসবে জৈবজ্বালানি থেকে। আর এতেই ইউরোপকে অতীত ব্যর্থতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে টিঅ্যান্ডই।

বছর শেষে চীনের রপ্তানিতে ঊর্ধ্বগতি

গত নভেম্বরে চীনের রপ্তানি ২০১৮ সালের প্রথমার্ধের পর সবচেয়ে বড় উল্লম্ফন দেখেছে। আর তাতেই বাণিজ্য উদ্বৃত্তে মাসিক রেকর্ড দেখেছে দেশটি। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে কীভাবে মহামারিসংশ্লিষ্ট পণ্যের বৈশ্বিক চাহিদা ভূমিকা রাখতে পারে তা এই রপ্তানি তেজিভাবে উঠে এসেছে।

গত নভেম্বরে চীনের কোম্পানিগুলো ২৬ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে, যা যেকোনো মাসের তুলনায় সর্বোচ্চ এবং গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি। এদিকে নভেম্বরে আমদানি প্রবৃদ্ধি ছিল সাড়ে ৪ শতাংশ। ফলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৫৪০ কোটি ডলার, যা রীতিমতো এক রেকর্ড। দেশটির অর্থনীতির ইঞ্জিনে শক্তি জোগাতে মহামারির সময় প্রয়োজনীয় পণ্যের বৈশ্বিক চাহিদা সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে।

পরিত্যক্ত পণ্যের বিষয়ে এফআইএটিএ'র গাইডলাইন

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন (এফআইএটিএ) পরিত্যক্ত পণ্য বিষয়ে তাদের নতুন নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। একশরও বেশি জাতীয় সংস্থা এবং সাড়ে পাঁচ হাজার ফরোয়ার্ডিং অ্যান্ড লজিস্টিকস কোম্পানির প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনটির এ নির্দেশিকা ফ্রেইট ফয়োয়ার্ডারদের লিয়েন অধিকার চর্চা ও শিপিং কোম্পানিগুলোর মালামাল জব্দ এবং দাবি নিষ্পত্তিতে সহায়ক

সংবাদ সংক্ষেপ

দক্ষিণ আটলান্টিকে ভাঙছে বৃহত্তম হিমবাহ

সাউথ আটলান্টিক আইল্যান্ডে রুটিন টহল চলাকালীন সময় বিশ্বের বৃহত্তম আইসবার্গে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করে ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ারফোর্স। প্রথমে আরএএফ এয়ারবাস ৪০০এম ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্র্যাফট ব্যবহার করে এবং পরে সম্প্রতি তোলা স্যাটেলাইট ইমেজ বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, এ৬৮এ নামক আইসবার্গটির উত্তর অংশে অন্তত ৫৫ বর্গমাইল আয়তনের বরফখণ্ড ভেঙে বেশ কয়েকটি ছোট অংশে পরিণত হয়েছে। মূল হিমবাহটি সাউথ জর্জিয়ার ৩০ নটিক্যাল মাইল দূর দিয়ে স্রোতের টানে ভেসে চলেছে।

ধীরে-সুস্থে বিডব্লিউএমএস ইনস্টলেশন বাঁচাবে ব্যয় ও জায়গা

২০২৪ সালের মধ্যে সমুদ্রগামী সকল জাহাজের জন্য ব্যালাস্ট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (বিডব্লিউএমএস) ইনস্টলেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জাহাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিডব্লিউএমএস কেনার আগে খরচ কমানো এবং টেকসই ইনস্টলেশনের উদ্দেশ্যে কিছু গাইডলাইন দিয়ে নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক বিডব্লিউএমএস প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান টেকক্রস। তাদের মতে, সঠিক বিডব্লিউএমএস বেছে নেওয়ার প্রথম শর্ত হলো, একে অবশ্যই পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত সকল বিধিমালা মেনে চলার উপযোগী হতে হবে। এতে ক্রয়, মেরামত এবং সংরক্ষণ ব্যয়ও কমবে।

নিজস্ব শিপিং জোট গঠনের পরিকল্পনা দক্ষিণ কোরিয়ার

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চলাচলকারী নিজেদের পাঁচ শিপিং কোম্পানিকে নিয়ে বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্রীয় শিপিং অ্যালায়েন্স গঠনের ঘোষণা দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। এসএম মার্চেন্ট মেরিন, এইচএমএম, জ্যাংগিউম মার্চেন্ট মেরিন, প্যান ওশান এবং হিউংয়ে লাইন মিলে কোরিয়ায় আমদানি-রপ্তানি হওয়া পণ্যের অর্ধেক আনা-নেওয়া করে। দেশটির পরিবহন মন্ত্রণালয় ঘোষিত এ জোট গঠিত হলে অপারেশনাল ব্যয় হ্রাস করার মাধ্যমে অন্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিতে এক ধাপ এগিয়ে যাবে কোরিয়া।।

ইইউ শিপ রিসাইক্লিং পদ্ধতির গলদ নির্ণয়ের চেষ্টায় বিমকো

যদিও ইইউ অনুমোদনপ্রাপ্ত পরিবেশবান্ধব উপায়ে রিসাইক্লিং ইয়ার্ডের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু বৃহৎ আকারের বাণিজ্যিক জাহাজের ক্ষেত্রে এসব ইয়ার্ডের কার্যক্ষমতা এখনো সন্তোষজনক নয়। জাহাজ মালিক, এজেন্ট, ব্রোকারদের সবচেয়ে বড় সংগঠন বিমকোর মতে, ইইউ নির্ধারিত নীতিমালা মেনে গোটা ইউরোপে পানাম্যাক্স আকারের জাহাজ রিসাইক্লিং করার ক্ষমতা রাখে কেবল তুরস্ক। ফলে ইউরোপীয় জাহাজ মালিকদের সামনে জাহাজের অন্তিম সময়ে পতাকা পরিবর্তন করে ইউরোপের বাইরে পাঠানো ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। আবার দক্ষিণ এশিয়ায় রিসাইক্লিংয়ে বেশি অর্থ পাওয়া যায় বলে ইউরোপীয় মালিকেরা এখানে শিপব্রেকিংয়ে অধিকতর আগ্রহী।

সংবাদ সংক্ষেপ

দেশের পশ্চিমে স্থলবন্দর নির্মাণ করবে নেপাল

পরিকল্পনা অনুযায়ী এ ইনল্যান্ড টার্মিনাল নির্মাণ করা গেলে ভারতের সবচেয়ে বড় সমুদ্রবন্দর মুম্বাইয়ের জেএনপিটির সাথে যোগাযোগ সহজ হবে। দেশের পশ্চিম সীমান্ত-সংলগ্ন নেপালের কাঞ্চনপুর জেলার দোধারা চান্দানিতে নির্মিতব্য এ স্থলবন্দর থেকে মুম্বাইয়ের আরব সাগর উপকূল সবচেয়ে কাছে। ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে জেএনপিটিকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক সম্মতি দিয়েছে ভারত। মুম্বাই থেকে রেল সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দুই বন্দরকে যুক্ত করা হবে এবং তাতে নেপালের মূল সমুদ্রবন্দর হিসেবে কলকাতার ওপর চাপ কমবে। পাশাপাশি দোধারা-চান্দানি-বানবাসা এলাকায় আন্তঃদেশীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার সম্ভাব্যতা যাচাই করবে নেপাল।

ধর্মঘটে পিছিয়ে গেল শস্যবাহী ১৪০ জাহাজের লোডিং

নতুন বেতনস্কেলে চুক্তির দাবিতে পোর্ট-সাইড তেলবীজ শ্রমিকদের ডাকা ধর্মঘটের কারণে ১৪০টির বেশি জাহাজে শস্যবোঝাইয়ের কাজ পিছিয়ে গেছে আর্জেন্টিনায়। দেশটিতে সম্প্রতি চলমান অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতির কারণে ক্ষতিপূরণের দাবিতে তেলবীজ শ্রমিকদের দুই প্রধান ইউনিয়নকে সাথে নিয়ে আর্জেন্টাইন সরকারের সাথে আলোচনায় বসতে যাচ্ছেন সয়া বাইপ্রডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারাররা। আসছে আগস্টের মধ্যে এক লাফে ২৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন শ্রমিকরা। কোষাগারে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব থাকায় সরকারের এ বেতন বৃদ্ধি অন্তত তিন দফায় করার প্রস্তাব দিয়েছে।

কনটেইনার টার্মিনাল বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিচ্ছে জেএনপিটি

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন দেশের বৃহত্তম বন্দরের কনটেইনার টার্মিনালকে প্রাইভেটাইজেশনের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবনা পাস করেছে জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্টের পরিচালনা পর্ষদ। বোর্ডসভায় ছয়জন সদস্যের প্রত্যেকেই পক্ষে ভোট দিলেও দুই শ্রমিক নেতা এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। প্রায় ৮০০ কোটি রুপির পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) ভিত্তিতে বেসরকারি খাতে কনটেইনার পরিচালনার প্রস্তাবনাটি অনুমোদনের জন্য পাঠানো হচ্ছে দেশের পোর্টস, শিপিং অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ মিনিস্ট্রিতে। দিন দিন কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণ কমতে থাকার প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নিল জেএনপিটি পোর্ট ট্রাস্ট।

বসন্ত পর্যন্ত থমকে থাকবে নৌপর্যটন

নিয়মিত কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা বর্ধিত করায় ক্রুজ ইন্ডাস্ট্রিতে অনিশ্চয়তার মেঘ সহসা কাটছে না। কোভিড-১৯ টিকা দান শুরু হওয়ায় অচলাবস্থা কাটিয়ে সদ্যবিদায়ী বছরের শেষে হয়তো স্বাভাবিক হবে নৌপর্যটন খাত; সংশ্লিষ্টদের আশাভঙ্গ করে বেশির ভাগ দেশ আগামী বসন্তকাল তথা মধ্য-মার্চ পর্যন্ত কার্যক্রম স্থগিত রাখার ঘোষণা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নরওয়ের পর সর্বশেষ দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ও নৌপর্যটনে কড়াকড়ি আগামী তিন মাস পর্যন্ত বাড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

হবে। এফআইএটিএর আইন-বিষয়ক উপকমিটি এবিএলএম এ নির্দেশিকাগুলো প্রণয়ন করেছে।

পরিত্যক্ত বা অসংগৃহীত পণ্য ফ্রেইট ফয়োয়ার্ডারদের নিত্য মাথাব্যথার কারণ। শিপার বা কার্গোর কনসাইনি যখন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মালামাল গ্রহণ না করে তখন ফ্রেইট ফয়োয়ার্ডাররা শিপিং লাইনগুলোর দাবির মুখে পড়ে। কার্গোর মালামালের ক্ষেত্রে চুক্তিসংশ্লিষ্ট লিয়েন কার্যকর করার জন্য অনেক সময় শিপিং লাইনগুলো বিল অব ল্যান্ডিংয়ে তাদের চুক্তিগত অধিকার চর্চা করে। এফআইএটিএর নতুন নির্দেশনাগুলো পরিত্যক্ত পণ্য বিষয়ে মীমাংসায় আসতে সব পক্ষকে সহায়তা করবে।

জাহাজে স্ক্রাবার স্থাপন উচ্চ সালফার জ্বালানির চাহিদা বাড়াচ্ছে

সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজগুলোয় স্ক্রাবার বা দূষণ হ্রাসে সহায়ক সরঞ্জাম স্থাপনের হিড়িক পড়েছে। আর তাতে বাড়ছে সবচেয়ে নোংরা মেরিন জ্বালানি বলে পরিচিত এইচএসএফও বা উচ্চ সালফারযুক্ত জ্বালানি তেলের চাহিদা।

গত বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত স্ক্রাবারযুক্ত জাহাজের সংখ্যা ৮০ শতাংশ বেড়েছে। ডিএনভি জিএল-এর তথ্যে দেখা গেছে, মূলত কনটেইনার ও ড্রাই বাল্ক ভেসেলগুলোয় অধিকাংশ স্ক্রাবার যুক্ত করা হয়েছে। পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম সংস্থা (আইএমএ) ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে স্বল্প সালফারযুক্ত জ্বালানির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। তবে জাহাজে স্ক্রাবার স্থাপন করলে এ বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি মেলে। আর এ কারণে অনেক জাহাজ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি না ব্যবহার করে স্ক্রাবার যুক্ত করে উচ্চ সালফারযুক্ত জ্বালানি তেলের ব্যবহার অব্যাহত রেখেছে।

আইবিসি কোড ও মারপল অ্যানেক্সে সংশোধনী

২০২১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হচ্ছে আইবিসি কোড ও মারপল অ্যানেক্স টু সংশোধনী। সংশোধনীগুলোর কারণে ভেসেলগুলোর জন্য নতুন সার্টিফিকেট অব ফিটনেস (সিওএফ) বছরের প্রথম দিনের মধ্যেই ইস্যু করার পাশাপাশি জাহাজে তা সংরক্ষণও করতে হবে।

এমইপিসি (মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন কমিটি) ২০১৯ সালে এমইপিসি.৩১৮ রেজল্যুশন পাস করে। ওই রেজল্যুশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিশাল আকারে (বাল্ক) বিপজ্জনক কেমিক্যাল বহনকারী জাহাজগুলোর নির্মাণ-বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ বা আইবিসি কোড সংশোধন করা। মূলত এ সনদের আটটি ধারায় এ সংশোধনী কার্যকর হবে। সংশোধনীতে আইবিসি সনদের ১৭ ও ১৮ নং অধ্যায়ে তালিকাভুক্ত দ্রব্যগুলোর শ্রেণিকরণ আরো সমন্বয়পূর্ণ (হারমোনাইজড) করা হয়েছে, যেন ২০০৪ সালের আগে ও পরে মূল্যায়িত দ্রব্যগুলো একই মানদণ্ড অনুসরণ করে।

আর্কটিকে দীর্ঘায়িত শিপিং মৌসুম

আর্কটিক মহাসাগরে বরফের আস্তরণ দিন দিন পাতলা হওয়ার কারণে চলতি বছর প্রাকৃতিক গ্যাস ট্যাংকারগুলো আরো লম্বা সময় ধরে এ পথে চলাচলের সুযোগ পেয়েছে। আর তাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের অংশে বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

নর্দান সমুদ্রপথটি রাশিয়ার পশ্চিমের ব্যারেন্টস সি থেকে পূর্বের বেরিং প্রণালি পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার নটিক্যাল মাইল বিস্তৃত। সাধারণত জুন থেকে অক্টোবর সময়ে এ পথটি জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত থাকে, যখন উচ্চ তাপমাত্রার কারণে বরফের আস্তরণ ভেঙে যায়। চলতি বছর এক মাস আগেই এ পথে জাহাজ চলাচল শুরু হয় এবং চলতে থাকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। শিপিং মৌসুমের এ লম্বা সময় ইঙ্গিত দিচ্ছে, অঞ্চলটি বাদবাকি বিশ্বের তুলনায় দ্বিগুণ গতিতে উষ্ণায়িত হচ্ছে।

অফশোর বায়ুবিদ্যুতে উচ্চাভিলাসী লক্ষ্য জাপানের

অফশোর বায়ুবিদ্যুতের সম্ভাবনা অনুসন্ধানে জাপান নতুন এক উচ্চাভিলাসী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, দেশটি ২০৪০ সালের মধ্যে ৩০ থেকে ৪৫ গিগাওয়াট

নতুন কোভিড বিধিনিষেধ থেকে নাবিকদের অব্যাহতির সুপারিশ ইইউর

যুক্তরাজ্যে করোনাভাইরাসের নতুন একটি ধরন (স্ট্রেন) ছড়িয়ে পড়লে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো পুনরায় কিছু ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তবে এ বিধিনিষেধ থেকে নাবিকদের অব্যাহতি দেয়ার সুপারিশ করেছে ইউরোপীয় কমিশন। এদিকে চার্টাররা তাদের চুক্তির ধারায় নাবিক বদলের সুযোগ না রাখায় আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থা (আইএমও)-এর তীব্র সমালোচনা করেছে।

করোনাভাইরাসের নতুন স্ট্রেনের সংক্রমণ রুখতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি দেশ সম্প্রতি যুক্তরাজ্য থেকে আগত ব্যক্তিদের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। বিধিনিষেধ জারির পর ইউরোপীয় কমিশন ভ্রমণ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণে নতুন করে কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। নতুন সুপারিশগুলো গত ১৩ অক্টোবর প্রকাশিত সুপারিশমালার হালনাগাদ সংস্করণ। এতে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থেকে নাবিকদের অব্যাহতি দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জোটটির কমিশনার ফর জাস্টিস ডিডিয়ের রেন্ডার্স বলেন, 'ভাইরাসের নতুন ধরনের বিস্তার রোধে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ খুবই জরুরি। নতুন সুপারিশমালার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে, বিধিনিষেধগুলো সমন্বিত হোক, যেন নাগরিক ও জরুরি প্রয়োজনে ভ্রমণকারীরা দেশে ফিরে আসার ক্ষেত্রে অব্যাহতি পায়।'

এদিকে আইএমওর মহাসচিব কিতাম লিম চার্টার পক্ষগুলোর চুক্তির ধারায় নাবিক বদলের কোনো সুযোগ না থাকায় এর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, এ জাতীয় ধারা এরই মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আটকে পড়া নাবিকদের চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলবে। পাশাপাশি নাবিক বদলের চলমান সংকট সমাধানে যেসব উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, সেগুলোও বাধাগ্রস্ত হবে। আইএমওর পাশাপাশি চার্টারারদের ওই উদ্যোগের বিরোধিতা করেছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)।

কনটেইনার স্বল্পতায় ভূমিকা রাখছে ব্ল্যাংকড সেইলিং

শিপিং কনটেইনারের বৈশ্বিক স্বল্পতা এখন শিপিং শিল্পের অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সংকটের কারণে একদিকে রপ্তানিকারকরা যেমন তাদের পণ্য গন্তব্যে পাঠাতে পারছে না; অন্যদিকে ক্যারিয়ারগুলো যেখানে প্রয়োজন সেখানে প্রয়োজনীয় খালি কনটেইনার পাচ্ছে না। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ড্রিউরি কনটেইনার স্বল্পতার এ সংকটকে সরবরাহ সংকট হিসেবে না দেখে লজিস্টিকস সংকট হিসেবেই দেখছে।

ড্রিউরি তাদের নতুন প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বিনিয়োগ স্বল্পতার কারণে এ সংকটের সৃষ্টি হয়নি; বরং সমস্যাটি রিপজিশনিং ইস্যু। ২০২০ সালের প্রথমার্ধে ক্যারিয়ার কোম্পানিগুলো অত্যধিক পরিমাণে খালি কনটেইনার পরিবহন করেছে। আর সেটাই কনটেইনার স্বল্পতা তীব্রতর হওয়ার পেছনে আংশিক ভূমিকা রেখেছে। ড্রিউরির তথ্যে দেখা গেছে, খালি কনটেইনার পরিবহন অত্যধিক মাত্রায় বেড়েছে। ২০২০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে কিছু কিছু বাণিজ্যপথে তা ছিল মোট সেইলিংয়ের ৩০ শতাংশ। ফলে চীনের মতো কার্গো চাহিদাকেন্দ্রে খালি কনটেইনারের স্বল্পতা তীব্রতর হয়েছে।

এদিকে ভারতে কনটেইনার স্বল্পতার কারণ হিসেবে বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা ভূমিকা রেখেছে। ২০২০ সালের এপ্রিল-নভেম্বরে দেশটির আমদানি কমেছে ২২-২৪ শতাংশ। অন্যদিকে রপ্তানি একই সময়ে বেড়েছে ২৯ শতাংশ। ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে কনটেইনারের সংকট দেখা দিয়েছে। আর এ সংকটে বেড়েছে পণ্য পরিবহনের ভাড়া। খাতভিত্তিতে ভাড়া বেড়েছে ২০ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত। তাতে লোকসানে পড়েছে রপ্তানিকারকরা।

কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশন অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার মহাসচিব উমেশ গ্রোভার এ প্রসঙ্গে বলেন, ভারতের শক্তিশালী আমদানি অংশীদার হচ্ছে চীন। কিন্তু দেশটি থেকে আমদানিতে নজরদারি বাড়ায় এবং কিছু কিছু চীনা পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করায় ভারতে পণ্য আমদানি কিছুটা কমেছে। আর তাতেই রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় খালি কনটেইনারের সংকট দেখা দিয়েছে।

সক্ষমতার বায়ুবিদ্যুৎ (বৈশ্বিক বিদ্যমান সক্ষমতা) প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়েছে।

পরিকল্পনায় আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ গিগাওয়াট সক্ষমতার বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্য নেয়া হয়েছে। জাপানের নতুন এ পরিকল্পনা দেশটিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতো দেশগুলোর কাতারে উন্নীত করবে। ওই দেশগুলো ২০৪০ সালের মধ্যে সম্মিলিতভাবে হাজার হাজার গিগাওয়াট বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাপান ২০৫০ সালের মধ্যে শূন্য-নির্গমন লক্ষ্য পূরণের পরিকল্পনা নিয়েছে। দেশটির এ পরিকল্পনা জাপান উইন্ড পাওয়ার অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্যের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ।

হাইড্রোজেনকে বাণিজ্যিকভাবে গ্রহণযোগ্য করতে উদ্যোগ

আগামী ছয় বছরের মধ্যে গ্রিন হাইড্রোজেনের আকার ও উৎপাদন ৫০ গুণে উন্নীত করার এক বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের ঘোষণা এসেছে। এ উদ্যোগ শিপিং খাতসহ বিশ্বের সবচেয়ে কার্বন-ঘন শিল্পগুলোর সবুজ রূপান্তরে সহায়তা করবে।

নতুন 'গ্রিন হাইড্রোজেন ক্যাটাপুল্ট' নামের এ উদ্যোগে গ্রিন হাইড্রোজেন কোম্পানিগুলোকে ২০২৬ সালের মধ্যে ২৫ গিগাওয়াট সক্ষমতার নবায়নযোগ্য হাইড্রোজেন উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়া হতে পারে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, হাইড্রোজেনের বর্তমান মূল্য কিলোগ্রামপ্রতি ২ ডলারের নিচে নামিয়ে আনা। এ উদ্যোগের অংশীদার কোম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে এসিডব্লিউএ পাওয়ার, সিডব্লিউপি রিনিউয়েবলস, এনভিশন, আইবারড্রোলা, ওরস্টেড এবং ইয়ারা।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি কিলো হাইড্রোজেনের দাম ২ ডলারের নিচে নেমে এলে গ্রিন হাইড্রোজেন বেশ কয়েকটি খাতে জ্বালানি চাহিদার অন্যতম গ্রহণযোগ্য উৎসে পরিণত হবে।

বাণিজ্যিক ভেসেলগুলোর জন্য লোহিত সাগর ঝুঁকিপূর্ণ

লোহিত সাগর, এডেন উপসাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরে চলাচলকারী বাণিজ্যিক ভেসেলগুলোকে সতর্ক করে ইউএস মারাড এক বার্তায় জানিয়েছে, বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর জন্য ইয়েমেন এখনো ঝুঁকি হিসেবে রয়ে গেছে।

সংস্থাটি তাদের সতর্কবার্তায় বলেছে, ওই অঞ্চলে চলাচলকারী জাহাজগুলোর জন্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে মিসাইল, রকেট, প্রোজেক্টাইল, মাইন, মনুষ্যবিহীন আকাশযান বা জলের নিচের ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস। ইয়েমেন সংকট এখনো চলমান থাকায় বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর জন্য এ ঝুঁকি রয়ে গেছে। মারাড বিদ্যমান ঝুঁকিগুলো বিবেচনায় নিয়ে ওই সাগর ও মহাসাগরগুলোয় চলাচলকারী জাহাজগুলোকে নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপগুলো যাচাই করে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। যেমন সবসময় যেন এআইএস চালু থাকা তা নিশ্চিত রাখা ও ভিএইচএফ চ্যানেল ১৬ পর্যবেক্ষণ করা। নিরাপত্তা হুমকির পাশাপাশি জলদস্যুতা নিয়েও সতর্ক করেছে সংস্থাটি।

বিরল ফ্লোটিং সায়েন্স স্টেশন চালু করছে রাশিয়া

রাশিয়ার এডমিরালটি শিপইয়ার্ড বিরল এক জাহাজের নির্মাণকাজ শুরু করেছে। সেভেরনি পলিয়াস (নর্থ পোল) নামের জাহাজটি ভাসমান স্থাপনার পাশাপাশি একটি সেলফ-প্রপেলড ভেসেলও বটে। গোলাকার স্ফীত আকৃতির এ জাহাজটি রাশিয়ার আর্ক-এইট ক্লাসের আদলে নির্মাণ করা হয়েছে। পুরু বরফের আস্তরণের মধ্য দিয়েও জাহাজটি চলাচল করতে সক্ষম।

১০ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত এ জাহাজটি পরিচালনা করবে

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ স্বয়ংক্রিয় জাহাজ বহর নির্মাণ করবে রাশিয়া

অভ্যন্তরীণ কার্গো ও প্যাসেঞ্জার জাহাজে অটোনোমাস নেভিগেশন সিস্টেম ইনস্টলে মোরসপেটসার্ভিস এবং সিএনার্জি শিপিং কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ রাশিয়ান প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ক্রনশট্যাড টেকনোলজিস যৌথভাবে স্বয়ংক্রিয় জাহাজের বাণিজ্যিক বহর গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে রাশিয়ার পতাকাবাহী অন্তত ১০০ অটোনোমাস ভেসেল নির্মাণের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে দশ শাখালিন কার্গো-প্যাসেঞ্জার ভেসেল এবং শাখালিনেট মাল্টিপারপাস হাই-স্পিড ক্যাটামারান নিয়ে কাজ করবে মোরসপেটসার্ভিস, যার প্রথম দুই অটোনোমাস শিপ এমএসএস পাইওনিয়ার এবং এমএসএস অ্যাভানগার্ডে ২০২১ সাল স্বয়ংক্রিয় নেভিগেশন সিস্টেম ইনস্টল করা হবে।

➤ নিজেদের নির্মিত আফরাম্যাক্স ট্যাংকার আনল ইরান

আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে নিজ দেশে জাহাজ নির্মাণ প্রযুক্তি বিকাশের ঘোষণা দেওয়ার দুই বছর পর দেশে নির্মিত মাঝারি আকৃতির ট্যাংকার নির্মাণকাজ প্রায় শেষ করে এনেছে ইরান। অজ্ঞাতনামা বিদেশি ক্রেতার জন্য নির্মীয়মাণ ৮২০ ফুট দৈর্ঘ্যের এবং ১ লাখ ১২ হাজার ডেড ওয়েট টনের ট্যাংকারটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ছবি প্রকাশ করেছে দেশটির বার্তা সংস্থাগুলো। পারস্য উপসাগরের বুশেহর উপকূলে ইসলামিক রেভোলিউশন গার্ডস কর্পস পরিচালিত সাদরা কোম্পানি নির্মাণ করছে এটি। ২০২১ সালের প্রথম প্রান্তিক নাগাদ আফরাম্যাক্স ট্যাংকারটি ক্রেতার হাতে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

➤ ডিজিটাইজেশনে দরকার ব্যয় হ্রাস এবং পরিচালনে দক্ষতা

২০২০ সালের মে মাসে ইনমারস্যাট এবং লয়েড'স লিস্ট কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত এক জরিপ বলছে, শিপিং ইন্ডাস্ট্রিতে ডিজিটাইজেশনের মূল চাবিকাঠি হলো ব্যয় সাশ্রয় এবং অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি (৭১ শতাংশ ভোটদাতার মতে)। ৬০ শতাংশ বলেছে শক্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থার কথা। এবিবি, ব্যুরো ভেরিটাস, জিটুওশেন এবং হেমপেলে কর্মরত নৌবাণিজ্যে জড়িত ব্যক্তিদের কাছে টেকনোলজি ট্রান্সফার-বিষয়ক মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। নুন রিপোর্টের মতো ম্যানুয়েল পদ্ধতি ব্যবহার করে ভেসেলের রিয়েল-টাইম ডেটা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তাও উঠে এসেছে রিপোর্টে।

➤ শিপ রিসাইক্লিংয়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছে চীন

২০১৮ সালের শেষ নাগাদ নিজেদের উপকূলে বিদেশি জাহাজ রিসাইক্লিং নিষিদ্ধ করার পর থেকেই এ নিয়ম তুলে নেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক চাপে আছে বেইজিং। নিষেধাজ্ঞার ফলে চীনা ইয়ার্ডগুলো ব্যবসা হারালেও ভারত ও বাংলাদেশের শিপব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোর ব্যবসা ফুলেফেঁপে ওঠে। আগের চেয়ে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে জাহাজ ভাঙার শর্তে রিসাইক্লিং ব্যান তুলে নেওয়া হলে দূষণের দায়ে অভিযুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার বাদবাকি ইয়ার্ডগুলো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দূষণ নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত দক্ষ চীনের দেখানো পথে হাঁটবে, আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা।

সংবাদ সংকেত

➤ ২০২৩-২৪ এর মধ্যে প্রতিটি ২৪ হাজার টিইইউর বেশি ধারণক্ষমতার মোট ছয়টি জাহাজ নির্মাণের জন্য শিপ লিজিং প্রতিষ্ঠান ইমাবারি শিপবিল্ডিংয়ের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ওশান নেটওয়ার্ক এক্সপ্রেস (ওয়ান)। নির্মাণ শেষে এগুলো হবে বিশ্বের বৃহত্তম কনটেইনার জাহাজ।

➤ দায়িত্বে অবহেলার দায়ে বৈরুত বিস্ফোরণের ঘটনায় লেবাননের তৎকালীন এবং বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী হাসান দিয়াব এবং তাঁর মন্ত্রিসভার আরো চার সদস্যের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে।

➤ ২০২১ সালের মধ্যে শিপিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে সিঙ্গেল-ইউজ প্লাস্টিক নির্মূলের উদ্দেশ্যে নীতিমালা ও রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে ইউকে চেম্বার অব শিপিং।

➤ ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এশিয়া-ইউরোপ নৌপথে ভাড়া বৃদ্ধি করতে যাচ্ছে এমএসসি। ইতিমধ্যেই শ্রীলংকা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পাকিস্তান থেকে অ্যান্টুয়ার্প ও ভ্যালেন্সিয়া বন্দরগামী পণ্যের সংশোধিত ভাড়ার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

➤ আফ্রিকার বৃহত্তম প্রকল্প হিসেবে সেনেগালে ১ দশমিক ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে নতুন গভীর সমুদ্রবন্দর গড়ে তুলবে ডিপি ওয়ার্ল্ড। ১ হাজার ৫০০ একর স্থাপনায় ৭০০ একরজুড়ে কনটেইনার টার্মিনালের পাশাপাশি থাকবে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল।

➤ লা হাভরে থেকে রাশিয়া ও ফিনল্যান্ডে সরাসরি সাপ্তাহিক শর্টসি সার্ভিস চালু করল কসকো। ফলে ফ্রান্স থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ ও কোটকাতে ৪-৫ দিনেই পণ্য আনা-নেওয়া করা যাবে।

➤ ৫ মিলিয়ন টন ভেরি লো সালফার ফুয়েল অয়েল রপ্তানির জন্য একটি বেসরকারি পরিশোধনাগারের পাশাপাশি দেশীয় পাঁচ কোম্পানিকে অনুমোদন দিয়েছে চীন।

➤ অস্ট্রেলিয়ার নিষেধাজ্ঞার পরও মে মাস থেকে অপেক্ষমাণ কয়লাবাহী কার্গো জাহাজকে বন্দরে ভেড়ার অনুমতি দিল চীন। ২০১৮ সালে হুয়াওয়েকে অস্ট্রেলিয়ার ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সুযোগ বঞ্চিতের পর থেকে দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছে।

➤ দক্ষিণ এশিয়ার দুই বৃহত্তম জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হুন্দাই হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ এবং দায়ু শিপবিল্ডিং অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং একীভূত হয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে চীনা নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

➤ কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের ফলে কলম্বো বন্দরে ট্রান্সশিপমেন্ট ভলিউম নভেম্বরে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ কমেছে; যা গত বছরের এ সময়ের চেয়ে ২ দশমিক ৩ শতাংশ কম।

➤ দায়ু শিপবিল্ডিংকে প্রতিটি ২৩ হাজার ৫০০ টিইইউ ধারণক্ষমতার ছয়টি আল্ট্রা লার্জ জাহাজ নির্মাণের জন্য ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কার্যাদেশ দিয়েছে হ্যাপাগ-লয়েড।

➤ ব্রিটিশ উইন্ড ফার্মে ডেনমার্ক ট্যাক্স অথরিটির বসানো ১ দশমিক ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার কর প্রদানের বিরুদ্ধে ড্যানিশ ট্যাক্স আপিল এজেন্সিতে অভিযোগ করবে বিশ্বের বৃহত্তম অফশোর বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ওরস্টেড।

দেশটির ফেডারেল সার্ভিস ফর হাইড্রোমেটিওরোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং এবং রাশিয়ান আর্কটিক অ্যান্ড অ্যান্টার্কটিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ভাসমান গবেষণা প্লাটফর্ম হিসেবে টানা দুই বছরের জন্য জাহাজটি নিয়োজিত রাখা হবে। হেলিকপ্টার ও আইসব্রেকারের মাধ্যমে প্লাটফর্মটিতে খাবার ও কর্মী সরবরাহ করা হবে। ২০১৮ সালে জাহাজটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। ২০২২ সালে এর নির্মাণকাজ ও কমিশনিং সম্পন্ন হবে।

উপগ্রহের মাধ্যমে ফিশিং খাতে শনাক্ত হবে জোরপূর্বক শ্রম

বৈশ্বিক মৎস্য আহরণ খাতে নিয়োজিত জাহাজগুলোয় জোরপূর্বক শ্রমের ঘটনা উন্মোচনে কীভাবে উপগ্রহ (স্যাটেলাইট) সহায়তা করতে পাবে, সে বিষয়ক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে প্রসেডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস (পিএনএএস)। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মৎস্য আহরণ খাতে জোরপূর্বক শ্রম এখন মানবাধিকার সংকট হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত মৎস্য আহরণ খাতে বাধ্যতামূলক শ্রমের ব্যাপ্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। বৈশ্বিক পর্যায়ে ফিশিং ভেসেলগুলোয় জোরপূর্বক শ্রমের ঝুঁকি শনাক্তে কার্যকর কোনো টুলও নেই। তবে উপগ্রহ থেকে ধারণকৃত তথ্য ও মেশিন লার্নিংয়ের কল্যাণে এখন থেকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ফিশিং ভেসেলগুলো শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিশিং খাতে ১৪ থেকে ২৬ শতাংশ ভেসেল ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া জোরপূর্বক শ্রম নিয়োজন করে এমন ভেসেলগুলো কোন অঞ্চলগুলোয় মৎস্য আহরণ করে এবং কোন বন্দরগুলোয় নোঙর করে তাও প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

বন্দর আধুনিকায়নের উদ্যোগ দক্ষিণ কোরিয়ার

দক্ষিণ কোরিয়া দেশটির বন্দরগুলোর পুনরায় উন্নয়নে ১০ বছর মেয়াদি এক উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। ৬০০ কোটি ডলারের এ উদ্যোগের লক্ষ্য-বন্দরগুলোকে সংশ্লিষ্ট শহরগুলোর সঙ্গে আরো ভালোভাবে সমন্বিত করা এবং পর্যটন, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যকে আরো চাঙ্গা করে তোলা।

থার্ড বেসিক পোর্ট রিডেভেলপমেন্ট প্ল্যানের আওতায় আগামী দশকের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া ১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। দেশটির ওশানস অ্যান্ড ফিশারিজ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী পাক জুন-ইয়ং এ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন, 'জাতীয় ও আঞ্চলিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে বন্দরগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। তবে এও সত্য যে, কিছু কিছু বন্দর স্থাপনা শহর উন্নয়নে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়েছে। নতুন পরিকল্পনার অধীনে আমরা বন্দর ও শহরকে আরো সমন্বিতভাবে উন্নয়ন করতে সক্ষম হবো।'

অফশোরে ঝুঁকছে যুক্তরাজ্যের গ্রিড অপারেটর

উত্তর সাগরের উত্তাল জলে বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে আরো সমন্বয়ের উদ্যোগ নিয়েছে ব্রিটেনের বিদ্যুৎ গ্রিড অপারেটর। অফশোর বায়ু শিল্প গড়ে তুলতে সংস্থাটি সরকারের ২ হাজার ৭০০ কোটি ডলারের কর্মসূচি থেকে সহায়তা চেয়েছে।

ন্যাশনাল গ্রিডের নির্বাহীরা ডিসেম্বরে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠক করেছে। অফশোরে বেড়ে চলা প্রকল্পগুলো কীভাবে ভূমিতে স্থাপিত নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়, সে বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে অফশোর বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর প্রতিটি আলাদা আলাদা কেবলের মাধ্যমে সংযুক্ত। এ সংযোগগুলো সমন্বয় করা গেলে নতুন অবকাঠামোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় অর্ধেকে নেমে আসবে।

অফশোর বায়ুবিদ্যুৎ শিল্প গড়ে তোলা অগ্রগণ্য দেশগুলোর মধ্যে ব্রিটেন একটি। ধারণা করা হচ্ছে, দেশটির উদ্যোগগুলো অন্য দেশগুলোকেও একই ধরনের পদক্ষেপ নিতে অনুপ্রাণিত করবে।

এসএমএসে অন্তর্ভুক্ত হলো সাইবার নিরাপত্তা

IMO
INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

মেরিটাইম শিল্পের জন্য সাইবার নিরাপত্তা এখন অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থা (আইএমও) জাহাজের সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে (এসএমএস) সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে ২০২১ সাল জাহাজ পরিচালনাকারীদের জন্য এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।

শিপিং শিল্পে সাইবার ঝুঁকির হুমকি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি আইএমও খাতসংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোকে মেরিটাইম সেফটি কমিটির (এমএসসি) রেজল্যুশন এমএসসি.৪২৮(৯৮) গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সম্ভাব্য সাইবার ঝুঁকি শনাক্তের অনুরোধ জানিয়েছে। ওই রেজল্যুশন অনুযায়ী, শিপ অপারেটরদের নিশ্চিত করতে হবে যে, তাদের বিদ্যমান এসএমএস যথাযথভাবে সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি মোকাবিলা করতে সক্ষম। ঝুঁকিগুলোর মধ্যে রয়েছে ম্যালওয়্যার আক্রমণ, এনক্রিপ্টেড হুমকি, ক্রিপ্টো জ্যাকিং, সার্ভার বা সিস্টেমে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, র‍্যানসমওয়্যার আক্রমণ এবং আইওটি (ইন্টারনেট অব থিংস) ম্যালওয়্যার।

সাইবার ঝুঁকি মোকাবিলায় আইএমও একগুচ্ছ নির্দেশনা প্রদান করেছে, যেখানে মেরিটাইম খাতে ঝুঁকিগুলো শনাক্তের পাশাপাশি সেগুলো মোকাবিলা বা ব্যবস্থাপনায় বিস্তারিত সুপারিশমালা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব সুপারিশ বিদ্যমান এসএমএস ম্যানুয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার লক্ষ্য শিপিং খাতের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহায়তা করা।

জাহাজের যেসব সিস্টেমে সাইবার হামলার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্রিজ সিস্টেমস, কার্গো হ্যান্ডলিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস, প্রপালশন অ্যান্ড মেশিনারি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড পাওয়ার কন্ট্রোল সিস্টেমস, অ্যাকসেস কন্ট্রোল সিস্টেমস, প্যাসেঞ্জার সার্ভিসিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস, প্যাসেঞ্জার ফেসিং পাবলিক নেটওয়ার্কস, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড ক্রু ওয়েলফেয়ার সিস্টেমস এবং কমিউনিকেশন সিস্টেমস।

সাইবার ঝুঁকি সম্পর্কে আইএমওর এ গাইডলাইন সংশ্লিষ্ট অন্য নীতিমালাগুলোর আলোকে একটি উপযুক্ত সাইবার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র প্রণয়নে সহায়তা করবে বলে শিল্পসংশ্লিষ্টরা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বন্দর পরিচিতি

তাইচাং বন্দর

সেই তৃতীয় শতক থেকে নাবিকদের কাছে লিউজিয়াগ্যাং বন্দর নামে পরিচিত হলেও নব্বইয়ের দশকে এসে চীনের জিয়াংশু প্রদেশের ব্যস্ততম বন্দরটির নতুন নামকরণ হয় তাইচাং। নানটং বন্দর থেকে ৩৩ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ-পূব এবং সাংহাই বন্দর থেকে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত তাইচাং ইয়াংজি নদীব্যবস্থার অন্তর্গত বন্দর। উর্বর নদী মোহনার তীরে হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে মূলত কৃষিপণ্যের আমদানি-রপ্তানি করেছে তাইচাং। দিগন্ত বিস্তৃত কৃষিজমির কারণে নাম রাখা হয়েছিল তাইচাং, মান্ডারিন চাইনিজ ভাষায় যার অর্থ 'সবুজ প্রকৃতি'। চাল, তেলবীজ, তুলা, গবাদিপশু এবং মৎস্যসম্পদ ছিল এখানকার প্রধান রপ্তানি পণ্য। সময়ের পালাবদলে প্রথমে শিল্পায়ন এবং পরবর্তীতে বিশ্বায়নের প্রভাবে 'স্টেট ফার্স্ট ক্লাস পোর্ট অ্যান্ড কনটেইনার ট্রান্সশিপমেন্ট পোর্ট' মর্যাদা পাওয়া বন্দরটি বর্তমানে চীনের অন্যতম প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

সাংহাই ইন্টারন্যাশনাল শিপিং সেন্টারের উত্তর বাহু হিসেবে ট্রাংক লাইন কনটেইনার পোর্ট হয়ে কাজ করছে তাইচাং বন্দর। ইয়াংজি নদীর তীর বরাবর ৩৮.৮ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে গড়ে ওঠা অত্যাধুনিক গভীর ড্রাফটের বার্থসংবলিত বন্দরটির স্থিতিশীল শোরলাইন থাকায় কনটেইনার ট্রান্সশিপমেন্ট হাব পোর্ট হিসেবে বিশ্বে অন্যতম আদর্শ অবস্থানে আছে। সর্বশেষ প্রকাশিত ২০২০ সালের ব্যস্ততম শত বন্দরের লয়েড'স তালিকায় এ বন্দরের অবস্থান ৩০তম। ১৯৯১ সালে গঠিত তাইচাং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট জোন গঠনের পর অটোমোবাইল, মেশিনারি এবং ইলেক্ট্রনিকের মতো ভারী শিল্পে প্রচুর জার্মান বিনিয়োগ আসতে থাকে। উপযুক্ত সরকারি সহায়তা এবং নিরবচ্ছিন্ন সাপ্লাই চেইনের কল্যাণে অন্যান্য দেশের বৃহৎ শিপিং কোম্পানিগুলোও এখানে বিনিয়োগ করতে শুরু করে। মূলত এ সময় থেকেই তাইচাং বন্দরের আধুনিকায়নের যাত্রা শুরু।

মূলত কনটেইনার বন্দর হলেও ড্রাই বাল্ক কার্গো এবং পেট্রোকেমিক্যাল পণ্যও হ্যান্ডল করে তাইচাং। মোট ৪৮টি বার্থ আছে এখানে, যার মধ্যে ২৪টিতে ১০ হাজার ডিডব্লিউটি ধারণক্ষমতার জাহাজ ভিড়তে পারে। বছরে ৭৬ মিলিয়ন টন কার্গো এবং ২.৩৫ মিলিয়ন টিইইউ কনটেইনারবাহী কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের সুবিধা আছে এখানে। মোট ২ হাজার ৮০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ১০টি কনটেইনার বার্থে ১২৫ হেক্টর কনটেইনার ইয়ার্ড, ৭.৫ হেক্টর বন্ডেড ওয়্যারহাউস এবং ২.৫ হেক্টর রপ্তানিমুখী পণ্যের ওয়্যারহাউসে ১৬টি কনটেইনার ক্রেন এবং ৪৭টি গ্যান্ট্রি ক্রেনের সাহায্যে বছরে মোট ৪.৩৫ মিলিয়ন টিইইউ কনটেইনার ওঠা-নামা করানো হয়। বন্দরে অ্যাপ্রোচ চ্যানেলে নেভিগেশনযোগ্য গভীরতা যেকোনো সময় অন্তত ১২.৫ মিটার হওয়ায় ৭০ হাজার ডিডব্লিউটি পর্যন্ত বাল্ক ভেসেল এবং চতুর্থ প্রজন্মের কনটেইনার জাহাজ প্রবেশ করতে সক্ষম। জোয়ারের সময় এ সক্ষমতা বেড়ে ২ লাখ ডিডব্লিউটি বাল্ক ক্যারিয়ার এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রজন্মের কনটেইনার জাহাজে পৌঁছায়। মাসে গড়ে ৯০০টির কিছু বেশি কনটেইনার জাহাজ আসে তাইচাং বন্দরে।

২১টি বার্থ থেকে বাল্ক জাহাজকে সেবা দেওয়া হয় তাইচাংয়ে। যার মধ্যে আছে উগ্যাং আকরিক টার্মিনাল, জিউলং পেপার ব্রেক বাল্ক টার্মিনাল, ওয়ানফ্যাং ব্রেক বাল্ক টার্মিনাল, হুয়ানেং পাওয়ার প্লান্ট কোল টার্মিনাল এবং পরিবেশবান্ধব পাওয়ার প্লান্ট কোল টার্মিনাল। মোট ৪ কিলোমিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের বার্থগুলোতে বার্ষিক প্রায় ৭১ মিলিয়ন টন বাল্ক পণ্য হ্যান্ডল করা হচ্ছে।

পোর্ট অব তাইচাংয়ের পেট্রোকেমিক্যাল ডকগুলোর অপারেটর সংস্থা হলো মোবিল (চীনা), চ্যাংজিয়াং এবং ইয়ানহং পেট্রোকেমিক্যালস। মোট ১ হাজার ৩৫৪ মিটার বার্থে ৭.০৫ মিলিয়ন টন পেট্রোকেমিক্যাল দ্রব্য লোড-আনলোড করা যায়। সংরক্ষণ ট্যাংকের মোট ধারণক্ষমতা ৮ লাখ ৫০ হাজার ঘনমিটার।

অন্তত পাঁচটি সমুদ্রগামী কনটেইনার শিপিং লাইন, ১৯টি অভ্যন্তরীণ কনটেইনার লাইন এবং ইয়াংজি নদী দিয়ে চলাচলকারী ৪৫টি ফিডার সার্ভিস কোম্পানির হোম পোর্ট তাইচাং। তাইওয়ান, কোরিয়া এবং জাপানের সাথে চারটি শর্ট-রেঞ্জ সার্ভিসও পরিচালিত হয় এখান থেকে।

মেরিটাইম ইভেন্টস

গ্লোবাল মেরিটাইম উইক ২০২১

ভার্চুয়াল কনফারেন্স, ২০-২১ জানুয়ারি ২০২১

লকডাউনের কবলে সারা বিশ্ব যখন থমকে গিয়েছিল, উইজডম আয়োজন করেছিল তাদের প্রথম মেরিটাইম ভার্চুয়াল ইভেন্ট। শুরুতেই বিপুল সাড়া পেয়ে আরো বড় আকারে অনলাইন কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে এবার। শিপিং, পোর্ট এবং মেরিন খাতসংশ্লিষ্ট সর্বশেষ তথ্য, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং চলতি সমস্যা নিয়ে সরাসরি কথা বলবেন এ শিল্পের রথী-মহারথীরা। গ্লোবাল মেরিটাইম উইকের দ্বিতীয় আয়োজনের অধীনে মূলত তিনটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় গ্লোবাল আর্কটিক শিপিং সামিট, ষষ্ঠ ইন্টারন্যাশনাল গ্রিন অ্যান্ড স্মার্ট শিপিং সামিট এবং দ্বিতীয় ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম পোর্ট সামিট।

বিস্তারিত: https://bit.ly/3nE74kQ

স্মার্ট মেরিটাইম নেটওয়ার্ক কনফারেন্স ২০২০/২০২১

সিঙ্গাপুর, ২০ জানুয়ারি ২০২১

শিপিং, সাপ্লাই চেইন এবং লজিস্টিক ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত স্টেকহোল্ডারদের একই প্লাটফর্মে থেকে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০২০ সালজুড়ে মোট পাঁচটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিল আয়ারল্যান্ডভিত্তিক স্মার্ট মেরিটাইম নেটওয়ার্ক (এসএমএন)। কোভিড-১৯ এর প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রথমে পিছিয়ে গেলেও এশিয়া-ইউরোপের প্রথম সারির পাঁচ বন্দরনগরে আয়োজিত হতে যাওয়া এই সিরিজ সম্মেলনের প্রথমটি গত নভেম্বরে কোপেনহেগেনে নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিরিজের দ্বিতীয় সম্মেলনের আয়োজক হিসেবে আছে এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য হাব সিঙ্গাপুর। কনফারেন্সের মূল স্পন্সর হিসেবে আছে ইনমারস্যাট।

বিস্তারিত: https://bit.ly/3sn2fju

নবম শিপ রিসাইক্লিং কংগ্রেস

রটারড্যাম, ২৭-২৮ জানুয়ারি ২০২১

গত কয়েক বছরে জাহাজ ভাঙা শিল্পে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে গেছে। অত্যন্ত ভারী শিল্প খাতটিকে পরিবেশ ও শ্রমিকবান্ধব করে তুলতে নতুন প্রযুক্তির পাশাপাশি এসেছে নতুন ইইউ রেগুলেশন, আইএইচএম বিধিমালা, হংকং রেটিফিকেশন, বেড়েছে প্রতিযোগিতা। পরিবর্তিত অবস্থায় কেমন হবে জাহাজ ভাঙার নিয়মকানুন? কোন দেশের অবস্থান কোথায় আছে? কমপ্লায়েন্ট হতে কী করা উচিত? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার সাথে সাথে জাহাজ রিসাইক্লিং শিল্পের ভবিষ্যৎ টেকসই, মানবিক এবং অধিকতর স্বচ্ছ করে তুলতে রটারড্যামে দুদিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে অ্যাক্টিভ কমিউনিকেশনস ইন্টারন্যাশনাল (এসিআই)।

বিস্তারিত: https://bit.ly/3qaY2gG

গ্রন্থ পরিচিতি

দ্য জিওগ্রাফি অব ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমস

জঁ-পল রদ্রিগ

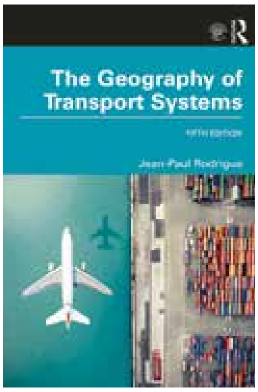

পরিবহন ব্যবস্থা, বিশেষ করে যাত্রী ও পণ্য আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে নৌপরিবহন শিল্প পৃথিবীর ভৌগোলিক দিকগুলোর সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত। সাদা চোখে যতটুকু দেখা যায়, ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে ভূরাজনৈতিক প্রভাব তার চেয়ে অনেক বেশি। এরই বিস্তারিত রূপ উঠে এসেছে নতুন করে পরিমার্জিত দ্য জিওগ্রাফি অব ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমস বইতে। যুক্তরাষ্ট্রের গবেষক জঁ-পল রদ্রিগ সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণে নৌপরিবহন ব্যবস্থার ধারণা, পদ্ধতি, আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার স্পেইশাল প্ল্যানিং এবং তার প্রয়োগ-সংক্রান্ত দিক উঠে এসেছে।

উত্তর আমেরিকা বা ইউরোপের সাথে পূর্ব এশিয়ার মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম যেমন মেলে না, মধ্যপ্রাচ্যের পরিবহন ব্যবস্থাও দক্ষিণ আমেরিকার তুলনায় অনেকটা ভিন্ন। এসব মাথায় রেখে দশ অধ্যায়ে বিভক্ত বইয়ের প্রতিটি অংশে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর কয়েকটি করে নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাপ্লাই চেইনের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন অংশ যেমন নেটওয়ার্ক, মোড, টার্মিনাল, ফ্রেইট ট্রান্সপোর্ট, আরবান ট্রান্সপোর্ট, সর্বজনমান্য কিছু মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট নীতিমালা, ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানিং, পলিসি, পরিবেশের ওপর ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের প্রভাবের মতো উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো উঠে এসেছে একেক অধ্যায়ে। শুধু আলোচনাই নয়, এ সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য-উপাত্তও সংযোজিত হয়েছে ১৪০টি ছবি, ফিগার, ম্যাপ, ছকে সাজানো চতুর্থ সংস্করণে। নীরস ছক আর গ্রাফ শুধু নয়, প্রচুর ইনফোগ্রাফিকও ব্যবহার করা হয়েছে বইটিতে।

রাউটলেজ থেকে ২০২০ সালে প্রকাশিত দ্য জিওগ্রাফি অব ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমসের পঞ্চম সংস্করণটির সাথে মিলিয়ে একটি সঙ্গী ওয়েবসাইটও প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। পাঠ শেষে বইয়ের ওপর মেরিটাইম বিশেষজ্ঞ, গবেষক, পাঠকদের মতামত বা বুক রিভিউ প্রকাশের সুযোগ রয়েছে সেখানে।

বিস্তারিত জানা যাবে এখানে– https://transportgeography.org/

৪৮০ পৃষ্ঠা এবং ১৪০টি সাদা-কালো ইলাস্ট্রেশনসহ পেপারব্যাক বইয়ের দাম রাখা হয়েছে ৩৯.১৯ পাউন্ড, হার্ডকভারের মূল্য ৯৬ পাউন্ড। বইটির ই-বুক সংস্করণ পাওয়া যাবে ৩৯.১৯ পাউন্ডে।

আইএসবিএন ১৩: ৯৭৮-০৩৬৭৩৬৪৬৩২

মেরিটাইম ফ্যাক্ট

চিপ লগ

পানিতে জাহাজের গতিবেগ মাপার অন্যতম প্রাচীন যন্ত্র চিপ লগ বা লগ। যন্ত্রটিকে অনেক সময় মেরিটাইম লগ নামেও ডাকা হয়। খ্রিস্টীয় সাল গণনার শুরুর দিকে এ কাজে একটি ছোট কাঠের টুকরা ব্যবহার করা হতো, যার এক প্রান্তে দড়ি বেঁধে চলন্ত জাহাজের একেবারে সম্মুখভাগ থেকে পানিতে ফেলা হতো। কত সময়ে জাহাজ কাঠের টুকরাকে স্পর্শ করছে, সেটি নির্ণয় করে ঘণ্টাপ্রতি জাহাজের গতিবেগ মাপা যেত। অবশ্যই এর পরিমাপ একেবারে নিখুঁত হতো না, তবে কাছাকাছি মান অন্তত পাওয়া যেত।

ষোল শতকের দিকে কেবল কাঠের টুকরা থেকে চিপ লগ তার সর্বশেষ রূপ পায়। গোলপাই আকারের একটি মসৃণ কাঠের চাকতির চারদিকে সিসার পাত দিয়ে মুড়ে দেওয়া হতো। ফলে টোয়িং ছাড়াই এটি সোজাভাবে ভেসে থাকতে পারত। সমান দৈর্ঘ্য পরপর বেশ কয়েকটি গিঁটযুক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে জাহাজের পেছনের অংশ থেকে লগটিকে পানিতে ফেলার পর কত সময়ের মধ্যে পুরো দড়িটি লগের টানে পানিতে চলে যাচ্ছে, একটি স্যান্ড গ্লাসের সাহায্যে সেটি মাপা হতো। লাইন আর লগ পানি থেকে তুলে দড়ি বা লাইনের দৈর্ঘ্যকে স্যান্ড গ্লাস থেকে প্রাপ্ত সময় দিয়ে ভাগ করলেই একেবারে নির্ভুলভাবে জাহাজের গতিবেগ পাওয়া যেত।

উনিশ শতকে এসে চিপ লগের বদলে টোওড রোটর বা প্রপেলারের সাথে সংযুক্ত স্বয়ংক্রিয় স্পিড অ্যান্ড ডিসটেন্স মেজারিং ইকুইপমেন্টের লাইনের মাধ্যমে জাহাজের গতি মাপা শুরু হয়। বর্তমানে পাইটোমিটার লগ এবং ইলেকট্রনিক লগ নামে দুই ধরনের লগ ব্যবহার করে গতিবেগ নির্ণয় করা হয়। সকল ধরনের লগই জাহাজের তলদেশে স্থাপিত হয়, যারা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে জাহাজের গতি মেপে ব্রিজের মনিটরে প্রদর্শন করে।

মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব

মা হুয়ান

বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক জেং হি'র ভারত মহাসাগর অভিযাত্রায় সফরসঙ্গী চার প্রধান কর্মকর্তার মধ্যে একজন মা হুয়ান। ১৪০৫ থেকে ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জেং হি ভারত মহাসাগরে মোট সাতবার অভিযাত্রায় বের হন। ধারণা করা হয় মা হুয়ান ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণগ্রন্থ ইয়াংয়াই সেংলান প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর মৃত্যু হয়।

জেং হির ১৪১৩-১৪১৫ খ্রিস্টাব্দের চতুর্থ অভিযাত্রায় মা হুয়ান তাঁর সফরসঙ্গী হন এবং প্রথমবারের মতো হরমুজ প্রণালি পৌঁছান। এরপর তিনি ১৪২১-২৩ সালের দিকে পরবর্তী সফরে যান। ১৪৩১-৩৩ সালে শেষ সফরে মক্কার উদ্দেশে বের হন। তিনটি অভিযানেই তিনি বাংলায় আসেন এবং এই দেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পান। ১৪১৬ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে তিনি 'ইয়াংয়াই সেংলান' বা 'দ্য ওভারঅল সার্ভে অব স্যা ওশেনস শোর' গ্রন্থের প্রথম খসড়া রচনা করেন। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস, লোকাচার, জীবনপ্রণালি জানতে হলে অত্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনাশৈলীতে লিখিত মা হুয়ানের এই বই পড়া অতি আবশ্যক। বাংলার (বাং-গে-লা) ভূমিরূপ, ভ্রমণপথ এবং বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যেমন তাঁর লেখায় উঠে এসেছে, তেমনি এখানকার বিভিন্ন বস্ত্রশিল্প, নানা রকমের মাদকদ্রব্য, শস্য, বিবাহ ও শেষকৃত্যানুষ্ঠান, ভাষা, পোশাক ও অলঙ্কার, মুদ্রা ব্যবস্থা, বাণিজ্য, রেশম শিল্প, নর্তকী ও বাঘশিকারিসহ বৈচিত্র্যময় বিষয়ও স্থান পেয়েছে।

মা হুয়ান ছিলেন নরম মনের মানুষ। তাই জাভার বিচার ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ডের প্রকোপ দেখে তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সে যুগে বাংলায় আগত পর্যটকদের মধ্যে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বহুকাল ধরে মা হুয়ানের বইকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধরা হয়।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর উপস্থিতিতে ২০ ডিসেম্বর শহীদ ফজলুর রহমান মুন্সী অডিটোরিয়ামে চট্টগ্রাম বন্দর উপদেষ্টা কমিটির ১৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়

চট্টগ্রাম বন্দরকে বিশ্বের সেরা ৩০ বন্দরে আনার স্বপ্ন

কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে বর্তমানে বিশ্বে চট্টগ্রাম বন্দরের স্থান ৫৮তম। সেটি ৩০তম স্থানে আনার স্বপ্নের কথা বলেছেন নৌপ্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, ''আগামী ৪-৫ বছরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরকে আপনারা অন্যরকম দেখবেন।''

২০ ডিসেম্বর বন্দরের শহীদ ফজলুর রহমান মুন্সী অডিটোরিয়ামে বন্দর উপদেষ্টা কমিটির ১৪তম সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফকালে তিনি একথা বলেন। নৌপ্রতিমন্ত্রী বলেন, ''কর্ণফুলী নদীর ড্রেজিংয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) রিভাইস করা হচ্ছে। কর্ণফুলী ড্রেজিংয়ের ক্ষেত্রে যে ধরনের ইকুইপমেন্ট দরকার, সেগুলো আমরা সংগ্রহ করছি। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দর চালু রাখতে গেলে আমাদের এই ড্রেজিংটা চালু রাখতে হবে।

তিনি বলেন, ''চট্টগ্রাম বন্দর এখন পূর্ণ সক্ষমতায় চালু আছে এবং দিন দিন এটি এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা ২০১৯ সালে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে ৬৪তম স্থানে ছিলাম। এই ২০২০ সালে ৫৮তম স্থানে এসেছি। আপনারা নিশ্চয় জানেন, চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন। বর্তমানে বন্দরের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়ী এবং মিরসরাই পর্যন্ত চলে গেছে। বে টার্মিনালের ব্যাপারেও আলোচনা চলছে। পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) আমরা ২০২১ সালে চালু করতে যাচ্ছি।''

এছাড়া সভায় বন্দরের ২০ কিলোমিটারের মধ্যে বেসরকারি কনটেইনার ডিপো বা অফডক সরানো, অফডকের বিভিন্ন সেবার বিল কমানো, বন্দরের নিলাম ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য ধ্বংস কার্যক্রম জোরদার করা, যানজট, বন্দরের বিশেষায়িত হাসপাতাল, টোল রোড, বন্দরের স্টেকহোল্ডার ও বাণিজ্য সংগঠনের প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

একই দিন দুপুরে চট্টগ্রাম বন্দরের ৪ নম্বর গেটের সামনে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার ভবনের নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার হবে চট্টগ্রাম

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী বলেছেন, ''বাংলাদেশ বৃহত্তর অর্থনীতির দেশ হিসেবে উদিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চট্টগ্রাম হবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসহ আঞ্চলিক প্রবেশদ্বার।'' ২১ শে ডিসেম্বর নগরের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের বঙ্গবন্ধু কনফারেন্স হলে চট্টগ্রাম চেম্বারের পরিচালকমণ্ডলী, ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

সভায় ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী বলেন, ''চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসহ এমনকি ভুটান, নেপালও উপকৃত হতে পারে। লজিস্টিকস, বন্দর, অবকাঠামো, যোগাযোগ ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কাজ করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। ব্যবসায়ী ও নির্বাহীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি খাতে মূল্য সংযোজনের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট, মেডিকেল ইকুইপমেন্ট, ফার্মাসিউটিক্যালস ও এপিআই পার্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় উদ্যোগ কার্যকর হবে। চট্টগ্রামে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনা, বে-টার্মিনালে অর্থায়নসহ অবকাঠামো উন্নয়নে ভারতের আগ্রহ রয়েছে।''

এ সময় তিনি সীমান্তে আইসিডি, ওয়্যারহাউস নির্মাণ, রেললাইন উন্নয়ন ও স্থলবন্দরের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন। চেম্বার সভাপতি মাহবুবুল আলম বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে উভয় দেশের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ১০ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, হাইকমিশনার ও ব্যবসায়ী নেতাদের সমন্বয়ে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব দেন।

একই দিন তিনি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালের (এনসিটি) ২ ও ৩ নম্বর জেটি পরিদর্শন করেন।

আরো ২৬টি জাহাজ কিনবে বিএসসি

কয়লা, তেল, গ্যাস ও কনটেইনার পরিবহনের জন্য নতুন ২৬টি জাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)। এসব জাহাজ ক্রয়ে ইতিমধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএসসির ব্যবস্থাপনা (এমডি) পরিচালক কমডোর সুমন মাহমুদ সাব্বির।

সুমন মাহমুদ সাব্বির জানিয়েছেন, বর্তমানে বিএসসির বহরের আটটি জাহাজ রয়েছে। আমরা আরো ২৬টি জাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জাহাজ ক্রয়ের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ওই প্রকল্পের আওতায় কয়লা পরিবহনের জন্য দুটি মাদার বাল্ক, ১০টি বাল্ক ক্যারিয়ার, ক্রুড অয়েল পরিবহনের জন্য দুটি মাদার ট্যাংকার, ডিজেল ও জেট ফুয়েল পরিবহনের জন্য দুটি মাদার প্রডাক্ট অয়েল ট্যাংকার, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) পরিবহনের জন্য ছয়টি জাহাজ, কনটেইনার পরিবহনের জন্য চারটি জাহাজ ক্রয় করা হবে।

১৫ ডিসেম্বর দুপুরে বিএসসি ভবনে অনুষ্ঠিত ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি এসব তথ্য জানান। সভায় তিনি আরো জানান, বিএসসি গত অর্থবছরে ৪১ কোটি ৪৭ লাখ টাকা নিট লাভ করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিএসসির পরিচালন আয় ছিল ২৭৯ কোটি ৯০ লাখ টাকা। অন্যান্য খাত থেকে আয় ৪২ কোটি ৯৪ লাখ টাকা। সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২৪৫ কোটি ৩৬ লাখ টাকা।

সভায় রেকর্ড ডেট ও নিরীক্ষিত আরপিও প্রতিবেদন অনুমোদন, শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মুনাফা বোনাস প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া শেয়ারহোল্ডারদের ২০১৯-২০ অর্থবছরে জন্য ১০ শতাংশ লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়।

সভায় বিএসসির পরিচালক (অর্থ) শফিউল আলম, পরিচালক (বাণিজ্য) পীযুষ দত্ত, পরিচালক (টেকনিক্যাল) ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ইউসুফ, সচিব খালেদ মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

ভুটানের সঙ্গে পিটিএ সই

স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় অর্জনের ১০ দিন আগে ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর এই বিশেষ দিনটিতেই ভুটানের সঙ্গে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) সই করল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সঙ্গে এ ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রেও প্রথম দেশ হলো আমাদের ঐতিহাসিক মিত্র এই দেশটি। সংগত কারণেই পিটিএ চুক্তি স্বাক্ষর এবং দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ৫০ বছর

বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ৫০বছর উদ্‌যাপনকালে ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ভুটানের সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে

উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানটিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো একটি 'ঐতিহাসিক মুহূর্ত' হিসেবে উল্লেখ করেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ডা. লোতে শেরিং অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই বাণিজ্য চুক্তি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরো জোরদার করবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আগামী ৫০ বছর আমাদের অঞ্চলের বাসিন্দাদের টেকসই উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির সাক্ষী হবে।'' তিনি এ সময় ঘোষণা দেন, বাংলাদেশের তিনটি বন্দর চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা ভুটানের জন্য উন্মুক্ত এবং তারা এগুলো ব্যবহার করতে পারবে। তিনি বলেন, ''এটি (পিটিএ) বাস্তবায়নের জন্য দুই দেশের মধ্যে ট্রানজিট চুক্তির কথা চলছে। আশা করা হচ্ছে, আগামী তিন মাসের মধ্যে ট্রানজিট চুক্তি সম্পাদিত হবে।''

পিটিএ স্বাক্ষরের চারদিন পর ১০ ডিসেম্বর ভুটানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এ কে এম শহীদুল করিম বলেন, ''ট্রানজিট চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং এখন এটি বাস্তবায়নের জন্য প্রটোকল নিয়ে আলোচনা চলছে।''

এই চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের স্থলবন্দর যেমন বুড়িমারি থেকে ভুটানের ফুলসিলিং পর্যন্ত, বা অন্য যেকোনো বন্দর থেকে বাংলাদেশ, ভুটান ও ভারতের ট্রাকে পণ্য পরিবহন হবে বলে তিনি জানান।

রাষ্ট্রদূত বলেন, ''বাংলাদেশের ট্রাক ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত যেতে পারবে এবং ভুটানের ট্রাক বাংলাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত আসতে পারবে। সীমান্তে পৌঁছানোর পর ট্রান্সশিপমেন্ট হবে।''

তিনি বলেন, ''বাংলাদেশ-ভারত-নেপালের মধ্যে বিআইএন মোটরভহিকল চুক্তি আছে। এই চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের ট্রাক ভারতে চলাচল করতে পারবে। আবার ভুটান ও ভারতের মধ্যে মোটরযান চলাচল চুক্তি রয়েছে, যার অধীনে ভুটানের ট্রাক ভারতে চলাচল করতে পারবে।''

ভাইরাসের কারণে পিছিয়েছে বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ড সংস্কার উদ্যোগ

বাংলাদেশে পুরনো জাহাজ ভাঙার ইয়ার্ডগুলো শ্রমিকদের জন্য আরো নিরাপদ করে তোলার উদ্যোগ করোনাভাইরাস মহামারির কারণে আরো পিছিয়ে গেছে। ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে এ ইয়ার্ডগুলো বর্তমানে সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। ফলে ২০২৩ সালের মধ্যে এগুলো সংস্কারের যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল তা পূরণ না-ও হতে পারে।

বিশ্বের পুরনো অধিকাংশ জাহাজের শেষ ঠিকানা বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ড। শিল্প মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সক্রিয় ৭০টি ইয়ার্ডের সবগুলোই 'শিপ রিসাইক্লিং ফ্যাসিলিটি প্ল্যানস' মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ডগুলো কীভাবে নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব উপায়ে পরিচালিত হবে, সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এ পরিকল্পনায় উল্লেখ রয়েছে। সংস্কার উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য-এ শিল্পকে নিরাপদ করতে বৈশ্বিক সন্ধিতে যুক্ত হতে বাংলাদেশ যে প্রস্তুত তা তুলে ধরা।

তবে পিএইচপি শিপব্রেকিং অ্যান্ড রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ হচ্ছে একমাত্র ইয়ার্ড, যারা এ সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জহিরুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'সংস্কার পরিচালনা বাস্তবায়নে যে নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুসরণ করতে হয় তা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। আমরা অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণে এরই মধ্যে ৭০ লাখ ডলার বিনিয়োগ করেছি। সংস্কার পদক্ষেপের কারণে আমাদের ইয়ার্ডে ঝুঁকি এখন শূন্যে নেমে এসেছে।'

তবে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে কয়েক মাস ধরে ইয়ার্ডগুলো বন্ধ রয়েছে। ফলে লোকসানের মুখোমুখি হয়েছে তারা। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইয়ার্ডগুলোয় যতটা অগ্রগতি হয়েছিল, ভাইরাসের কারণে পুনরায় পিছিয়ে যাওয়ায় তা প্রত্যাশা মেটাতে পারেনি।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাপী যে ৬৭০টি জাহাজ ভাঙা হয়েছিল, তার এক-তৃতীয়াংশ ভাঙা হয় বাংলাদেশে।

চট্টগ্রাম বন্দর সম্প্রসারণে সহযোগিতায় আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর সম্প্রসারণে সহযোগিতা করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত জো অ্যান ওয়াগনার ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম সফর করেন। এ সফরে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ আগ্রহের কথা জানান।

ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস জানায়, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে জোরালো অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রতি সমর্থন জানাতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত চট্টগ্রাম সফর করেন। ওয়াগনার চট্টগ্রাম বন্দরের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা এবং এতে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর অংশগ্রহণের সুযোগ ও লিঙ্গবৈষম্য নিরসন বিষয়ে সফল ব্যবসা পরিচালনাকারী নারী উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ওয়াগনার চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদকে বলেন, ''বাংলাদেশের রপ্তানি অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা থাকার কারণে যুক্তরাষ্ট্র চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহী।''

তিনি বলেন, ''সম্ভাব্যতা যাচাই জরিপ, কারিগরি সহায়তা ও পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের মতো উচ্চ প্রবৃদ্ধিশালী বিকাশমান বাজারে অবকাঠামো প্রকল্পে সহায়তা দিতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি।''

এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণে ৩ জাপানি কোম্পানির বিনিয়োগ প্রস্তাব

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরে ডেডিকেটেড এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণে তিনটি জাপানি কোম্পানি বিনিয়োগ প্রস্তাব দিয়েছে। প্রস্তাবগুলো মূল্যায়নে নির্ধারিত কোনো মাপকাঠি না থাকায় এ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বিপিসি কিংবা জ্বালানি বিভাগ। বিনিয়োগে আগ্রহী জাপানি প্রতিষ্ঠানগুলো হলো মিৎসুই অ্যান্ড কোং লিমিটেডের নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম, মারুবেনি কর্পোরেশন এবং সুমিতোমো কর্পোরেশন।

জ্বালানি বিভাগের তথ্যমতে, ইতিমধ্যে তিনটি প্রস্তাবই গৃহীত হয়েছে। মতামত বা সুপারিশ না করে সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তাবগুলো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ফাইল ফেরত পাঠিয়ে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করে সুস্পষ্ট রিপোর্ট প্রদান করতে বলেছে।

দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর মাতারবাড়ীর বহুমুখী ব্যবহারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এখানে গড়ে তোলা হবে তিনটি পৃথক টার্মিনাল। এগুলো হলো কয়লা আমদানির জন্য কয়লা টার্মিনাল, এলএনজি আমদানির জন্য এলএনজি টার্মিনাল এবং এলপিজি আমদানির জন্য এলপিজি টার্মিনাল।

জাপানি উন্নয়ন সংস্থা জাইকার অর্থায়নে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর এবং এর টার্মিনালগুলো নির্মিত হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বছর জাপান গেলে দেশটির সরকার এসব প্রকল্পে অতিরিক্ত ৩ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়। পাশাপাশি এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে, প্রকল্পগুলো জাপানি কোম্পানির বিনিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। বাংলাদেশ সরকার পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) ভিত্তিতে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয় জ্বালানি বিভাগের অধীন রাষ্ট্রীয় তেল আমদানিকারক সংস্থা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছুদিন আগে জাপানি কোম্পানি মিৎসুইয়ের নেতৃত্বে একটি কনসোর্টিয়াম বাংলাদেশ সরকারের কাছে একটি বিনিয়োগ প্রস্তাব দেয়।

মিৎসুই অ্যান্ড কোং লিমিটেডের নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম বিল্ড ওউন অপারেট (বিওইউ) ভিত্তিতে এলপিজি টার্মিনাল গড়ে তুলবে বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করে। এই কনসোর্টিয়ামে যুক্ত করা হয় এসকে গ্যাস নামে একটি কোরিয়ান কোম্পানিকে। সেই সাথে স্থানীয় অংশীদার হিসেবে যুক্ত করা হয় ইস্ট কোস্ট গ্রুপকে। এছাড়াও সম্প্রতি জাপানের আরেকটি সংস্থা মারুবেনি কর্পোরেশন যুক্ত হয় এই প্রকল্পে। তারা

ভিটল নামে নেদারল্যান্ডসভিত্তিক একটি কোম্পানিকে সাথে নিয়ে বিনিয়োগ প্রস্তাব পেশ করে। আরেক জাপানি কোম্পানি সুমিতোমো কর্পোরেশনও এ প্রকল্প বাস্তবায়নের আগ্রহ প্রকাশ করে সরকারের কাছে বিনিয়োগ প্রস্তাব জমা দেয়।

ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ করছে মোংলা বন্দর

মোংলা বন্দর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বাড়াতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। এর অংশ হিসেবে মোংলা বন্দর ব্যবহারকারী ও বন্দরে আসা জাহাজের লোকজনের পানযোগ্য পানির চাহিদা মেটাতে এ প্লান্ট নির্মাণে ব্যয় হবে ২৪ কোটি ৭২ লাখ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করছে সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট। নির্মাণাধীন এ প্লান্ট সম্পন্ন হলে প্রতিদিন ৫০ লাখ লিটার সুপেয় পানি সরবরাহ করা যাবে বন্দর এলাকায়। মোংলা বন্দর ভবন থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে খুলনা-মোংলা মহাসড়কের দিগরাজ মোড়ে ৩৩ শতাংশ জমির ওপর নির্মাণ হচ্ছে আধুনিক সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট। ২০১৮ সালে শুরু হওয়া প্রকল্পটির পানির রিজার্ভের পাইলিংয়ের কাজ ৯০ শতাংশ শেষ হয়েছে। বাউন্ডারি ওয়ালের কাজও প্রায় শেষ। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২১ সালের মাঝামাঝি এ প্লান্ট নির্মাণ সম্পন্ন হবে। এ প্লান্টের কাজ শেষ হলে সমুদ্রগামী জাহাজ, বন্দর অফিস, আবাসিক এলাকা, বন্দরসংলগ্ন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সুপেয় পানির বাড়তি চাহিদা পূরণ হবে বলে জানিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান বলেন, ''বন্দরে এখন আগের চেয়ে বেশি জাহাজ ভেড়ে। বন্দরের অনেক উন্নয়নও হয়েছে। কিন্তু ভৌগোলিক কারণে বন্দরে সুপেয় পানির সংকট রয়েছে। আমরা এ সংকটের সমাধান ও সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ করছি।''

চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রেল সংযোগ চালু

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে ১৭ ডিসেম্বর ভার্চুয়াল শীর্ষ বৈঠকের মাধ্যমে চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রেল সংযোগ পুনরায় চালু হয়। বৈঠকে দুই নেতার ভাষণের পরপরই দুপুর ১২টার দিকে ৫৫ বছর পর এই রেল সংযোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। ১৯৬৫ সালের আগে চিলাহাটি-হলদিবাড়ি পথে রেল যোগাযোগ ছিল। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর সেটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর সীমান্ত এলাকার প্রায় নয় কিলোমিটার পথে রেললাইন তুলে নেওয়া হয়। ২০১১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় দুই দেশের বন্ধ রেল সংযোগগুলো চালুর সিদ্ধান্ত হয়। এর মধ্যে চিলাহাটি-হলদিবাড়ি পথও ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে রেলওয়ে ২০১৮ সালে বাংলাদেশ অংশের নয় কিলোমিটারে ব্রডগেজ রেললাইন ও অবকাঠামো নির্মাণে ৮০ কোটি টাকার প্রকল্প নেয়। অন্যদিকে ভারত অংশে সাড়ে তিন কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণে প্রকল্প নেয় ভারতের সরকার।

বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক যেভাবে এগোচ্ছে, তা প্রশংসনীয় বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর ভাষণে বলেন, ''দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে বরাবরই প্রাধান্য দেয় ভারত।''

নীলফামারীর চিলাহাটি থেকে ভারতের হলদিবাড়ি সীমান্ত পর্যন্ত বাংলাদেশের ৬ দশমিক ৭২ কিলোমিটার অংশে রেললাইন বসানোর কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। ৮০ কোটি ১৭ লাখ টাকা ব্যয়ের ওই প্রকল্পে রেললাইন স্থাপন ছাড়াও বসানো হয়েছে ৪ কিলোমিটার লুপ লাইন, ৮টি লেভেল ক্রসিং, ৯টি ব্রিজসহ অন্যান্য অবকাঠামো।

ভারতও হলদিবাড়ি থেকে বাংলাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণকাজ শেষ করে তাদের অংশে পরীক্ষামূলক ট্রেন চালিয়েছে।

একই ছাদের নিচে বিডার আরো ছয় সেবা

দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের একই ছাদের নিচে সব ধরনের সেবা নিশ্চিত করতে নতুন আরো ছয়টি সেবা অনলাইনে চালু করেছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)। ৩০ ডিসেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিডার সদর দপ্তরে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় নতুন ছয়টি সেবা যুক্ত করা হলো। এত দিন অনলাইনে বিনিয়োগকারীদের ৩৫টি সেবা দেওয়া হতো। সেটি বেড়ে এখন ৪১ এ উন্নীত হয়েছে। বিডা বলছে, নতুন বছরের প্রথম মাসে এটি বেড়ে ৫০ এ উন্নীত হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ-বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম। সালমান এফ রহমান বলেন, ''বিনিয়োগকারী যাতে সব সেবা একই ছাদের নিচে পান, সেটি নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে। তারই ধারাবাহিকতায় গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে অনলাইনভিত্তিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) দেওয়া শুরু করেছে বিডা। ভবিষ্যতে আমরা ওএসএসের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবাদানকারী সংস্থার মোট ১৫০টি সেবা দিতে পারব।''

অনুষ্ঠানে বিডার ওয়ান স্টপ সার্ভিস অ্যান্ড রেগুলেটরি রিফর্মের পরিচালক জীবন কৃষ্ণ সাহা রায় জানান, চালু হওয়া নতুন ছয়টি সেবার মধ্যে তিনটি পরিবেশ অধিদপ্তরের। সেগুলো হলো পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) প্রতিবেদন অনুমোদন, টিওআর অনুমোদন এবং জিরো ডিসচার্জ অনুমোদন। তিনি বলেন, ''আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের শিল্প আইআরসির সনদ এখন থেকে দেওয়া হবে অনলাইনে। উদ্যোক্তারা এখন থেকে বিদ্যুতের সংযোগ পাবে অনলাইনে। এছাড়া ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ডিপিডিসি) বিদ্যুৎ সংযোগও মিলবে অনলাইনে।

আর ১৯ মাস পরেই গাড়ি চলবে পদ্মা সেতুতে

২০২২ সালের জুন মাসের মধ্যে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে পদ্মা সেতু। ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ১০ ডিসেম্বর অর্থ বিভাগ আয়োজিত এক সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম একথা জানান। কোভিড-১৯ মোকাবিলা এবং টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সরকারের দেওয়া প্রণোদনা প্যাকেজের শেষ সভা ছিল এটি। সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন অর্থসচিব আবদুর রউফ তালুকদার। অর্থসচিব দেশের অর্থনীতির ইতিবাচক দিকগুলো শুধু তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও জার্মান সরকারের অর্থায়নে পোশাক, চামড়া ও পাদুকা শিল্পের শ্রমিকদের জন্য চলমান একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে। এই চুক্তি সই হয় ২ ডিসেম্বর।

আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, ''পদ্মা সেতুর মূল কাঠামো তৈরির কাজ শেষ। আশা করছি, ২০২২ সালের জুনের মধ্যে এই সেতু সবার জন্য খুলে দেওয়া হবে।''

পদ্মা সেতু ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকার প্রকল্প। এটি বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দর ও বেনাপোল স্থলবন্দরের সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রামের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হবে। তাতে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার ১ দশমিক ২ শতাংশ বাড়বে বলে সরকার আশা করছে।

ইলিশ যাবে ইউরোপ-আমেরিকা

মধ্যপ্রাচ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাজারে ইলিশ মাছ রপ্তানির অনুমোদন চেয়ে গত আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত চার মাসে ২৬টি প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছে। তবে এজন্য মৎস্য অধিদপ্তরের লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক হলেও এদের মধ্যে তা আছে কেবল ১২টি প্রতিষ্ঠানের।

মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মতে, রপ্তানির অনুমোদন শেষ পর্যন্ত দেওয়া

১৭ ডিসেম্বর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চিলাহাটি-হলদিবাড়ি ট্রেন চলাচলের উদ্বোধন করেন

ছবিতে সংবাদ

চট্টগ্রাম বন্দরের ৪নং গেটের পাশে ২০ ডিসেম্বর ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী। এ সময় শিক্ষা উপমন্ত্রী মুহিবুল হাসান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত জো অ্যান ওয়াগনার ১৩ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনে আসেন। এ সময় তিনি বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং পরে বন্দরের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানসহ বোর্ড সদস্যবৃন্দ।

১৮ ডিসেম্বর নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী ও বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের নির্মাণ এলাকা পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী ২১ ডিসেম্বর বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং পরে বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম ঘুরে দেখেন।

হবে কিনা, তা এখন পুরোপুরি নির্ভর করছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওপর। সাধারণত দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ইলিশ ভারত পর্যন্ত যায়। তাও পূজা-পার্বণ উপলক্ষেই ভারতে ইলিশ রপ্তানি করে বাংলাদেশ। তাও আবার পুরো ভারতে নয়, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায়। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের সংযুক্ত আরব আমিরাতেও (ইউএই) কিছু ইলিশ রপ্তানি হয়।

ইলিশ কি এবার ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলোতেও যাবে এমন প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, দেশে বছর বছর ইলিশের উৎপাদন বাড়ছে বলে সমস্যা নেই। এতে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা আয় হবে এমন আশার কথাই বলছেন তাঁরা।

বাণিজ্য সচিব মো. জাফর উদ্দীন বলেন, ‘‘এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। আবেদনগুলো অনুমোদন করা যায় কিনা, সেজন্য আমরা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করছি। এ ব্যাপারে মৎস্য অধিদপ্তরে চিঠিও পাঠিয়েছি।’’

মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩ লাখ ৮৭ হাজার টন ইলিশ ধরা পড়েছিল। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা বেড়ে হয়েছে ৫ লাখ ৩৩ হাজার টন।

লাঙলের বদলে মিলল প্রসাধনী

হালচাষের লাঙল আমদানির ঘোষণা দিয়ে তিন কনটেইনার ভর্তি প্রসাধনসামগ্রী এনেছে এক আমদানিকারক। ঢাকার চকবাজারের ৫/এ গোলাম মোস্তফা লেন ঠিকানার সালেহ ট্রেডিংয়ের নামে সিঙ্গাপুর থেকে ৩০ টন পাওয়ার টিলারের ‘লাঙল’ ঘোষণায় তিন কনটেইনার পণ্য আমদানি করা হয়। গত ১১ জানুয়ারি এমভি এক্সপ্রেস কাবরু জাহাজে কনটেইনারগুলো বন্দরে এলেও খালাসের প্রক্রিয়া শুরু করেনি আমদানিকারক। ১১ মাস বন্দর ইয়ার্ডে ফেলে রাখার পর কাস্টমসের হাতে ১০ ডিসেম্বর জব্দ হয় কনটেইনার তিনটি।

চট্টগ্রাম কাস্টমস গোয়েন্দা দল এআইআর শাখার প্রধান রেজাউল করিম বলেন, ‘‘জাহাজ থেকে নামার পর কনটেইনার তিনটি এত দিন পড়ে থাকায় আমাদের সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছিল। এরপর আমরা নজরদারি বাড়াই। সবার উপস্থিতিতে বন্দর ইয়ার্ডে কনটেইনার খুলে পণ্যের কায়িক পরীক্ষা করা হয়। সেখানে ঘোষণা অনুযায়ী কোনো আমদানি পণ্য (লাঙল) পাওয়া যায়নি।’’ এ সময় লাঙলের পরিবর্তে প্রায় ৫০ টন শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য প্রসাধনসামগ্রী পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে জনসন, সানসিল্ক, ডাভ শ্যাম্পু, পলমোলিভ সোপ, শাওয়ার জেল, ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ক্রিম, জিলেট শেভিং ফোম ইত্যাদি। আটক চালানে ২০ ফুট দীর্ঘ দুটি কনটেইনার এবং ৪০ ফুট দীর্ঘ একটি কনটেইনার রয়েছে। সবমিলিয়ে আড়াই কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অপচেষ্টা হয়েছিল এ চালানে।

৪৯ টন বিপজ্জনক কেমিক্যাল ধ্বংস

নিলামে বিক্রি করতে না পারায় ৪৮ হাজার ৮৭০ কেজি বিপজ্জনক কেমিক্যাল ধ্বংস করেছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস। সুনামগঞ্জের ছাতকে লাফার্জ হোলসিম সিমেন্ট কোম্পানির একটি ডিও সাইকেল প্রকল্পে এসব কেমিক্যাল ৬ ডিসেম্বর ধ্বংস করা হয়। প্রায় ১৫ বছরের পুরনো ক্ষতিকর এসব রাসায়নিক চট্টগ্রাম বন্দরের পি শেড থেকে গত ২ ডিসেম্বর তিনটি কাভার্ড ভ্যানে পাঠানো হয়। এ ধরনের রাসায়নিক ধ্বংসের ব্যবস্থা এবং অভিজ্ঞ লোকবল কেবল হোলসিম সিমেন্টের রয়েছে। ফলে সেখানেই ধ্বংসের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

কাস্টমসের নিলাম শাখার ডেপুটি কমিশনার ফয়সাল বিন রহমান জানান, ‘‘৪৮ হাজার ৮৭০ কেজি বিপজ্জনক কেমিক্যাল ধ্বংস করতে তিনটি কাভার্ড ভ্যানে সুনামগঞ্জ পাঠানো হয়। প্রতিটি গাড়িতে কাস্টমসের প্রতিনিধি ছিল। পণ্য ধ্বংস করার সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। লাফার্জ হোলসিম সিমেন্ট কোম্পানির একটি ডিও সাইকেল প্রকল্পে ধ্বংসের কারণে দেশে একমাত্র তারাই এ ধরনের কেমিক্যাল ধ্বংসের প্রক্রিয়া রেখেছে।’’

যেকোনো ধরনের পণ্য ধ্বংসের আগে পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছে স্থান নির্ধারণের বিষয়ে পরামর্শ চায় কাস্টম কর্তৃপক্ষ। কেমিক্যাল ধ্বংসের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম কার্যালয়ের অনুমতি চাইলে বিপজ্জনক পণ্য হওয়ায় সিদ্ধান্তের জন্য মহাপরিচালকের অনুমতি চাওয়া হয়। সেখান থেকে সুনামগঞ্জের ছাতকে লাফার্জ হোলসিম সিমেন্ট কোম্পানির ডিও সাইকেল প্রকল্পে এসব কেমিক্যাল ধ্বংসের পরামর্শ দেওয়া হয়।

স্থিতিশীল ফ্রেইট রেট: একীভূত হয়ে যাওয়ার সুফল পাচ্ছে লাইনারগুলো

বৈশ্বিক অর্থনীতিকে ওলটপালট করে দেওয়া কোভিড-১৯ মহামারির থাবা থেকে রেহাই পায়নি শিপিং খাত। দেশে দেশে লকডাউনের ফলে পণ্যের চাহিদা কমায় ভলিউম, ওভারক্যাপাসিটি কমিয়ে আর্থিক ক্ষতি যথাসম্ভব হ্রাস করতে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে শীর্ষস্থানীয় কনটেইনার শিপিং লাইনগুলো। কয়েক বছর ধরে চলমান একত্রীকরণের ধারা আরো গতি পেয়েছে এ বছর, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির নিয়ন্ত্রণ ছিল মূলত বৃহৎ তিন অ্যালায়েন্সের হাতে।

*ক্যাপাসিটি ম্যানেজমেন্টের চিত্র: (মিলিয়ন টিইইউ)**

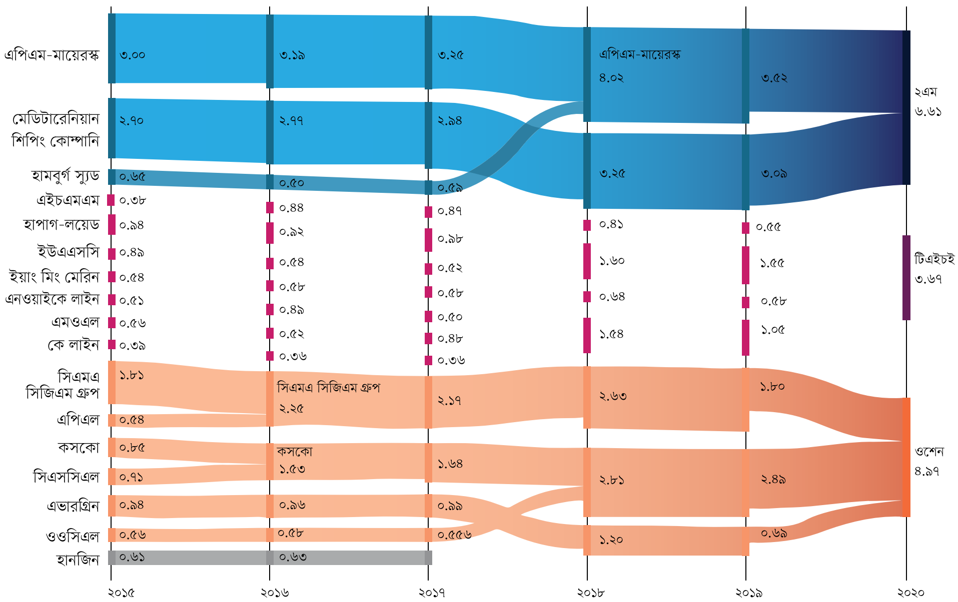

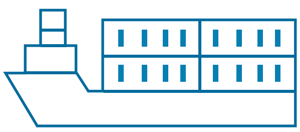

এ বছর ৪০০ যাত্রা বাতিল করেছে ক্যারিয়ারগুলো

- চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ধীরে হলেও কমছে ব্ল্যাংক সেইলিং
- প্রধান নৌপথগুলোয় ঠিক থাকছে জাহাজের সময়সূচি
- নির্ধারিত মূল্যের উচ্চ হারের কারণে কনটেইনার বাজার অস্থিতিশীল ছিল
- ২০১৭ সালে গঠিত জোটগুলোর দখলে ছিল কনটেইনার বাজারের ৮০%
- ফ্রেইট রেট বজায় রেখে ভলিউম ঠিক রাখতে একই ভেসেল ভাগাভাগি করে ব্যবহার করছে ক্যারিয়ারগুলো

চাহিদায় ধস নামার পরও রেট স্থির রেখেছে ক্যাপাসিটি ম্যানেজমেন্ট

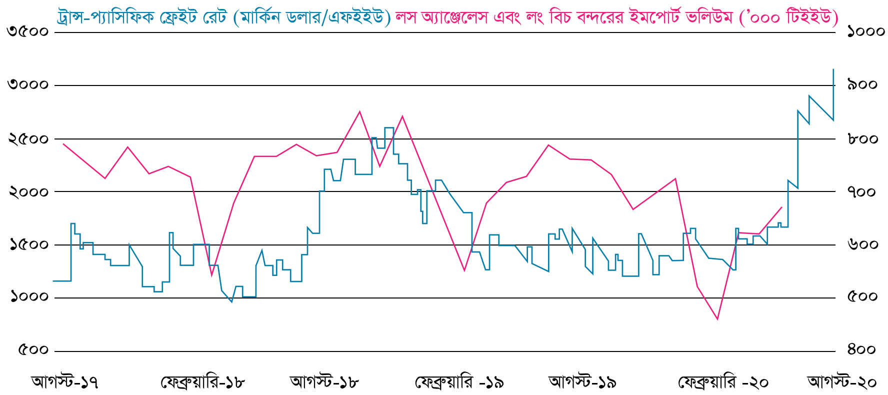

*মোট ক্যাপাসিটিতে বার্ষিক পরিবর্তন বছরে নতুন ভেসেল যোগ দিয়েছে বোঝায়

সূত্র: এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল প্ল্যাটস

২০১৯ ও ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসের তুলনামূলক চিত্র

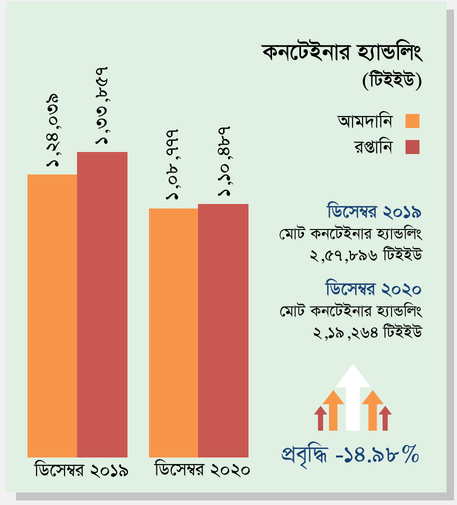

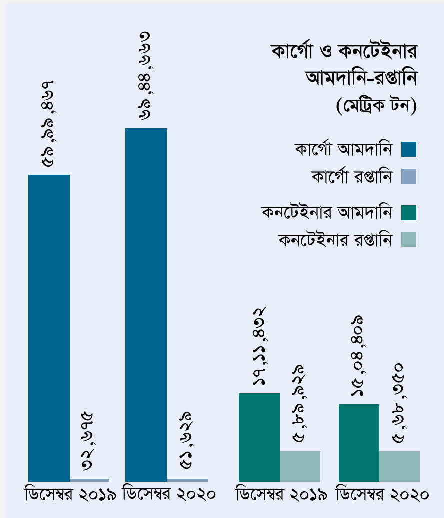

আর্থিক প্রতিবেদন (কোটি টাকায়)

	ডিসেম্বর ২০১৯	ডিসেম্বর ২০২০
রাজস্ব আয়	২৫৩.৬৭	২৪৭.০২
রাজস্ব ব্যয়	১৩৯.২০	১৬৭.৫৫
উদ্বৃত্ত রাজস্ব	১১৪.৪৭	৭৯.৫২
ইনকাম ট্যাক্স (সরবরাহকারী ও ঠিকাদারদের কাছ থেকে সংগৃহীত)	৮.৮১	৬.৫২
ভ্যাট (সরবরাহকারী ও ঠিকাদারদের কাছ থেকে সংগৃহীত)	১৪.০০	১০.১৬
ভ্যাট (কর্তৃপক্ষের আয় থেকে)	৩৩.২৩	৩০.৪৩

তথ্যযোগ

১. *মো. নজরুল ইসলাম*
পরিবহন পরিদর্শক, অপারেশন শাখা, পরিবহন বিভাগ

২. *মো. কামরুল আহসান*
উচ্চ হিসাবসহকারী, বাজেট শাখা, অর্থ ও হিসাব বিভাগ

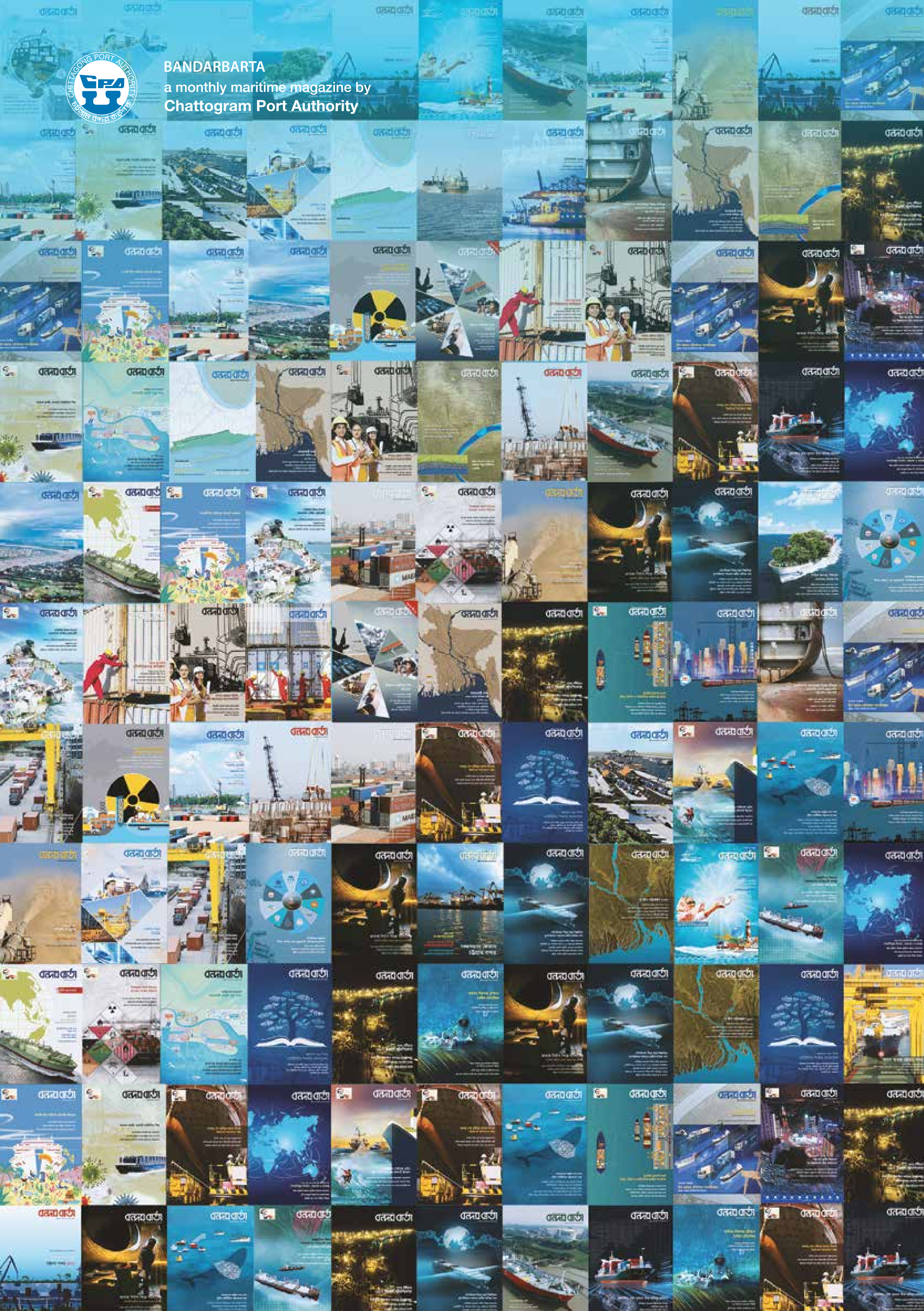
BANDARBARTA
a monthly maritime magazine by
Chattogram Port Authority